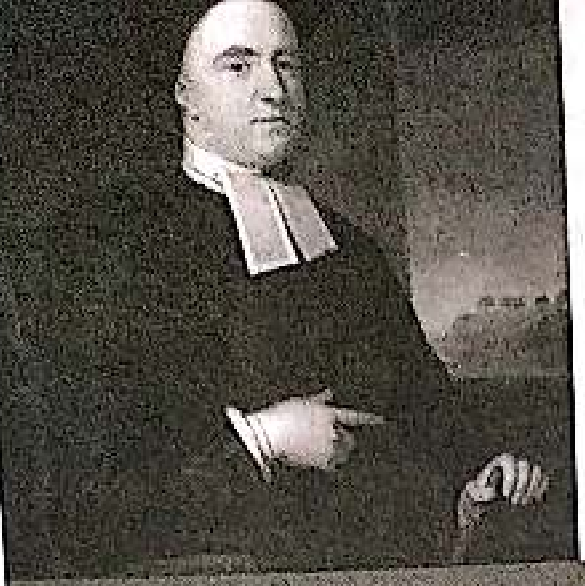

জর্জ বার্কলে
[George Berkeley]

2.1 জীবনী ও রচনা [Life and Writings]

জর্জ বার্কলের জন্ম 1685 খ্রিস্টাব্দের 12 মার্চ আয়ার্ল্যান্ডের সন্নিহিত অঞ্চল কিলকেনিতে। তাঁর ছোটোবেলা সম্পর্কে খুব অল্প কথাই জানা যায়। তিনি সচ্ছল পরিবারের মধ্যে বড়ো হয়েছিলেন। তিনি স্থানীয় কিলকেনি স্কুলে পড়াশোনার পর 1700 খ্রিস্টাব্দে ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে প্রথমে স্কলার হিসেবে প্রবেশ করেন। পরে সেখানে ফেলো এবং টিউটর হিসেবে তেরো বছর অতিবাহিত করেন। সেই সময় ট্রিনিটি কলেজ অক্সফোর্ড অথবা কেম্ব্রিজের থেকে বেশি প্রগতিশীল ছিল।[1] 1704 খ্রিস্টাব্দে বার্কলে গণিত, যুক্তিবিদ্যা এবং দর্শন পাঠ করে বিএ ডিগ্রি পান। এই সময় তিনি গণিতবিদ্যায় বিশেষভাবে আগ্রহী হন এবং 1707 খ্রিস্টাব্দে 'Arithmatica' এবং 'Miscellanea Mathematica' নামে দুটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

এই পর্বে বার্কলের মনে জড়ের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রশ্ন ও সংশয় জেগে উঠেছিল। বার্কলের পাঁচ বছর বয়সে লকের 'Essay Concerning Human Understanding' (1690) প্রকাশিত হয়। ট্রিনিটিতে থাকাকালীন তিনি লক ও ম্যালব্রাঁশের লেখা পড়ে অনুপ্রাণিত হন। নিউটনের 'Principia' গ্রন্থের বিজ্ঞানভাবনার সঙ্গেও তিনি পরিচিত ছিলেন।

1709 খ্রিস্টাব্দে বার্কলে স্বনামে 'An Essay Towards a New Theory of Vision' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। ওই বছরই প্রোটেস্টান্ট চার্চ বার্কলেকে প্রথমে ডিকন এবং পরে বিশপের পদে অভিষিক্ত করে। 1710 খ্রিস্টাব্দে ডাবলিনে বার্কলের প্রধান রচনা 'The Principles of Human Knowledge' প্রকাশ পায়। 1713 খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে তিনি লেখেন 'Three Dialogues between Hylas and Philonous' গ্রন্থটি। এই গ্রন্থটি কথোপকথনের আকারে রচিত হয়।

উল্লেখযোগ্য যে বার্কলে সংশয়বাদ ও জড়বাদ খণ্ডনের যে তত্ত্ব প্রথম জীবনে গড়ে তুলেছিলেন সেটিকে পরবর্তীকালে আর কখনও বদল করেননি। বিশ বছর বা ততোধিক বয়সে তিনি বেশিরভাগ দার্শনিক সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান পেয়ে গেছেন বলে বিশ্বাস করতেন। তিনি ওই বিশ্বাসকে কোনোভাবে মার্জিত করার প্রয়োজনীয়তা বিষয়েও সচেতন ছিলেন না। বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্রের মধ্যে তিনি যে সমসাময়িক দার্শনিক গ্রন্থ পাঠ করতেন এমন প্রমাণ প্রায় পাওয়াই যায় না।

1 G.J. Warnock, P-7, Introduction, the Principles of Human Knowledge, The Fountana Library, Collins, 1966.

Scanned with CamScanner

নানা বিষয়ে বার্কলের আগ্রহ ছিল। 1713 খ্রিস্টাব্দের প্রথমদিকে তিনি আয়ার্ল্যান্ড ছেড়ে এসে ফ্রান্স ও ইটালিতে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করলেন, যুক্ত হলেন সুইফট্, এ্যাডিসন, স্টিল্ এবং পোপের সাহিত্যসমাজে। 1721 খ্রিস্টাব্দে তিনি ইংল্যান্ডে ফিরে এলেন এবং 1724 খ্রিস্টাব্দে Dean of Derry নিযুক্ত হলেন। তবে এসময় বার্কলের চিন্তায় সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছিল যে বিষয়টি সেটি হল, আমেরিকার প্রত্যন্ত দ্বীপ বারমুডায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে সেখানকার ভারতীয়, নিগ্রো এবং ঔপনিবেশিকদের মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা ও তাদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করার বিষয়টি। তাঁর এই পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তিনি রাজকীয় সমর্থন পেয়েছিলেন। তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ভদ্রমহিলা ভ্যানোমরিখের মৃত্যুর পর তাঁর উইল থেকে বার্কলে 20,000 পাউন্ড পেয়েছিলেন। কিন্তু হেস্টার ভ্যানোমরিখের ওই বিশাল অঙ্কের টাকা বার্কলের নিজের ঋণশোধ করায় ব্যয় হয়ে যাওয়ায় এবং পার্লামেন্টের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য না পাওয়ায় বারমুডা প্রকল্পের অবসান হল। 1728 খ্রিস্টাব্দে ওই প্রকল্প রূপায়িত করার জন্য তিনি আমেরিকায় এসে নিউপোর্ট রোডস্ আইল্যান্ডে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়ে লন্ডনে ফেরেন 1713 খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে। আমেরিকাতেই বার্কলে তাঁর তীব্র সমালোচক স্যামুয়েল জনসনের সঙ্গে পত্রবিনিময় করেছিলেন। 1728 খ্রিস্টাব্দে প্রাক্তন বিচারক এবং তৎকালীন আইরিশ হাউস অব কমন্সের অধ্যক্ষ জন ফস্টারের কন্যা অ্যান ফস্টারকে বার্কলে বিবাহ করেন। অ্যানের মানসিক উৎকর্ষ এবং পুস্তকের প্রতি গভীর অনুরাগ বার্কলেকে বিবাহে প্রবৃত্ত করেছিল। বারমুডা পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে স্ত্রী এবং শিশুপুত্র হেনরিকে নিয়ে 1732 খ্রিস্টাব্দে বার্কলে লন্ডনে ফিরে এলেন। 1732 খ্রিস্টাব্দে বার্কলে রোড দ্বীপে লেখা সাতটি কথোপকথনকে একত্রিত করে 'Alciphron or the Minute Philosopher' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 1733 খ্রিস্টাব্দে 'Theory of Vision or Visual Language Vindicated and Explained' এবং 1734 খ্রিস্টাব্দে Analyst পাঠকদের কাছে পৌঁছোয়।

1734 খ্রিস্টাব্দে বার্কলে আয়ার্ল্যান্ডে ফিরে আসেন ক্লয়েনের বিশপ হয়ে। তিনি এখানেই পরবর্তী আঠারো বছর বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ হয়ে বসবাস করেন। তিনি এবার অদম্য মনোযোগ নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন, যদিও তাঁর স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিল না। বার্কলের অধিবিদ্যক বক্তব্যগুলি এই সময় গভীরভাবে বিবেচিত হতে থাকে। পাঁচ বছর বাদে হিউম তাঁর 'Treatise of Human Nature' গ্রন্থে বার্কলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেন—'একজন মহান দার্শনিক (ড. বার্কলে) এই বিশেষ বিষয়ে গৃহীত বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে, সকল 'সাধারণ ধারণাগুলি' (General ideas) বিশেষ ধারণা ছাড়া কিছুই নয় ... আমি এই বিষয়টিকে সাম্প্রতিককালে শিক্ষিত ব্যক্তিদের রাজ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে মূল্যবান একটি আবিষ্কার বলে মনে করি।'[1] বার্কলে নিজে হিউমের কথা শুনেছিলেন বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।[2]

কিন্তু বার্কলের মনে শান্তি ছিল না। 1739 খ্রিস্টাব্দে আয়ার্ল্যান্ডে দুর্ভিক্ষ এবং রোগের মহামারিতে মানুষের মধ্যে ব্যাপক দুঃখ-কষ্টের প্রসার হয়েছিল। বার্কলে রোড দ্বীপে রেড ইন্ডিয়ানদের কাছে আলকাতরার ওষধি ক্ষমতা বিষয়ে শুনেছিলেন। তিনি এ বিষয়ে আরও গবেষণা করে সিদ্ধান্ত করলেন যে, আলকাতরার মধ্যে সকল রোগের অবসান করার ক্ষমতা আছে। তিনি প্লেটো ও নবপ্লেটোবাদী দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে বিজ্ঞানীর ধারণাকে মেলাতে চেয়েছিলেন। এ ধরনের চিন্তার ফল হিসেবে 1744 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'Siris or chain of Philosophical Reflexions and Inquiries concerning the virtues of Tar-water, and divers other subjects connected together and arising one from another'. এই গ্রন্থ অনেকের কাছে সমাদর পেয়েছিল বটে তবে তা দার্শনিক তত্ত্বের জন্য নয়, বরং আলকাতরার সকল রোগ দূর করার ক্ষমতার কথা বলার জন্য।

1 'A great Philosopher (Dr. Berkeley) has disputed the received opinion in this particular, and has asserted that all general ideas are nothing but particular ones ... I look upon this to be one of the greatest and most valuable discoveries that has been made of late years in the republic of letters.' (Treatise of Human Nature, I.i. 7)

2 'Curiously enough, there is no sign that Berkeley himself ever even heard of Hume.' (P-63, Locke Berkeley Hume, C.R. Morris, Oxford University Prin.)

Scanned with CamScanner

বার্কলে এই সময় সামাজিক সমস্যাবলি এবং তাঁর ডায়োসিসের আধ্যাত্মিক বিষয়গুলিতে অনেক বেশি উৎসাহী হয়ে পড়েছিলেন। চার্লস এডওয়ার্ডের নেতৃত্বে 1745 খ্রিস্টাব্দে যে গণ-জাগরণ (Rising) হয়েছিল তাঁর সমর্থনে এক মানবিক আবেদন রচনা করেছিলেন যা 'Letter to the Roman Catholics of Cloyne' নামে প্রকাশ পায়। একই বিষয়ে লেখেন 'Exhortation to the Catholic Clergy of Ireland' 1749 খ্রিস্টাব্দে। 1752 খ্রিস্টাব্দে তিনি ক্লয়েন ছেড়ে স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে অক্সফোর্ডে আসেন যেখানে তিনি বৃদ্ধ বয়সের জন্য একটি শান্তির নীড় খুঁজছিলেন। Holywell Street-এর একটি বাসায় তিনি উঠলেন। কিছুদিনের জন্য স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়ায় তিনি পুনরায় পড়াশোনায় মন দিলেন। কিন্তু 14 জানুয়ারি রবিবার 1753 খ্রিস্টাব্দে হঠাৎ কোনো অসুস্থতার বা যন্ত্রণার প্রকাশ না ঘটিয়েই বার্কলে মারা গেলেন।

বার্কলে রচিত গ্রন্থগুলির তালিকা—

1709 - An Essay towards a New Theory of Vision.
1710 - A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge.
1713 - Three Dialogues between Hylas and Philonous.
1721 - De Motu.
1721 - An Essay towards Preventing the Ruin of Great Britain.
1732 - Alciphron or the Minute Philosopher.
1733 - The Theory of Vision or Visual Language showing the immediate Presence and Providence of a Deity Vindicated and Explained.
1734 - The Analyst or a Discourse addressed to an Infidel Mathematics.
1735 - A Defence of Free-thinking in Mathematics.
1744 - Siris.
1752 - Farther Thoughts on Tar-water.

অনেকে মনে করেন যে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে বার্কলের প্রধান ভূমিকা প্রকাশ পেয়েছে লকের কট্টর সমালোচক হিসেবে। তিনি মূলত তিনটি বিষয়ে লককে সমালোচনা করেছিলেন—বিমূর্ত সাধারণ ধারণা, মুখ্য ও গৌণগুণের মধ্যে বিভাজন এবং জড় দ্রব্যের ধারণা। এই সমালোচনাগুলির মধ্য দিয়ে বার্কলে ভাববাদের পথে এগিয়েছিলেন। বিমূর্ত ধারণার বিরুদ্ধে বার্কলের বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে 1710 খ্রিস্টাব্দে রচিত 'Principles of Human Knowledge' গ্রন্থে। 1713 খ্রিস্টাব্দে লেখা 'Three Dialogues between Hylas and Philonous' গ্রন্থে বার্কলে হলেন Philonous (lover of mind) এবং লক হলেন Hylas (গ্রিক শব্দ Hyle বোঝায় জড়কে), তাই Hylas হলেন জড়বাদী। এই আলোচনায় বিমূর্ত ধারণা তীব্রভাবে আক্রান্ত ও খণ্ডিত হয়েছে। বার্কলে চেয়েছেন ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা সর্বব্যাপকতাকে উপস্থিত করতে। ঈশ্বরই তাঁকে 'Esse est percipi' সূত্রে বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছেন।

2.2 বার্কলের মূল বক্তব্য [The Main Contention of Berkeley]

বার্কলের দার্শনিক রচনার প্রধানত দুটি অভিমুখ ছিল—সংশয়বাদকে আক্রমণ ও বর্জন করে লৌকিক জ্ঞানকে রক্ষা করা এবং নাস্তিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষার বিরোধিতাকে আক্রমণ ও বর্জন করে খ্রিস্টধর্মের মহিমা প্রতিষ্ঠা করা। বার্কলে নিজের প্রধান বক্তব্যকে 'অজড়বাদী প্রকল্প' (Immaterialist) নাম দিয়েছিলেন, যার অর্থ হল তিনি নিষ্ক্রিয়, অচেতন জড় দ্রব্যের অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁকে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে গড়ে ওঠা ভাববাদ ও ভাববাদী ধারার প্রতিষ্ঠাতা বলে অনেকে মনে করেন।

বার্কলের মতে, আধুনিক যুগের দার্শনিকরা চিন্তার মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারেননি, বরং মধ্যযুগের 'শিক্ষিত আবর্জনা' (learned dust) দূর না করে তাকে আরও বেশি দৃঢ় করেছেন। বিজ্ঞানীরা বিশ্বজগতকে এক সুবৃহৎ যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যেখানে ঈশ্বর এবং সীমিত আত্মাগুলির কেবল নীরব উপস্থিতি

Scanned with CamScanner

আছে। দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকরা মিলিতভাবে লৌকিক জ্ঞানে গৃহীত বিশ্বাসগুলিকে বিসর্জন দিয়েছেন, যার ফলে ব্যাপক অনিশ্চয়তা এবং সংশয়, বিশ্বাসহীনতা এবং বিচ্ছিন্নতার বোধ যথার্থ ধর্মভাবনা ও সঠিক নৈতিকতার পক্ষে বিপজ্জনক হয়েছে। বার্কলে নিজের প্রথম জীবনের এই বক্তব্য থেকে কখনোই সরে আসেননি।

লকের সময়েই জন্মেছিলেন বার্কলে, গভীরভাবে লকের রচনা পাঠ করেছিলেন এবং তারপর লকের শেখানো অভিজ্ঞতাবাদী ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে লকের ভাবনার বিপরীত মেরুতে সরে যেতে চেয়েছিলেন। এক অর্থে লকের বক্তব্যকে এবং তদানীন্তন বিজ্ঞানভাবনাকে পূর্বপক্ষ করে বার্কলে অগ্রসর হয়েছেন।[1] মুখ্য ও গৌণগুণের বিভাগ, বিমূর্ত ধারণার অস্তিত্ব, বাহ্যবস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, গুণের অজ্ঞাত-আধার হিসেবে দ্রব্য প্রভৃতি বিষয়ে লকের বক্তব্যকে বার্কলে সমালোচনা করেছেন। বার্কলের মতে, লকের দার্শনিক তত্ত্ব বিপজ্জনক (dangerous), হাস্যকর (ridiculous) এবং অরুচিকর (detastable)।

লকের বক্তব্য এজন্য বিপজ্জনক যে, তা ধর্মীয় সংশয়বাদের (religious sceptism) পথ করে দেয়। লক নিজে অবিশ্বাসী হলেও এ কথা মেনেছিলেন যে ঈশ্বর হলেন জগৎ-যন্ত্রের স্রষ্টা, তিনি জগতকে গতিযুক্ত করেছেন। লকের বক্তব্য মানলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক ভাবনাটি একটি বাতিলযোগ্য অনাবশ্যক স্বীকৃতি। লক অজড় দ্রব্য হিসেবে আত্মার কথা বলেছেন বটে, কিন্তু এমন দেখাতে পারেন বলে দাবি করেছেন যে—চেতনা হল জড়ের ধর্ম। তবে তিনি অবশ্য বিষয়টি প্রমাণের চেষ্টা করেননি।

বার্কলের কাছে লকের বক্তব্য হাস্যকর। লক মনের ধারণা এবং বাহ্যবস্তুর মধ্যে পার্থক্য করে জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদ গড়েছেন। আকার, আকৃতি, গতি প্রভৃতি মুখ্যগুণগুলিকে বস্তুর শক্তি বলেছেন; গৌণগুণগুলি বস্তুতে আশ্রয় পায়নি, দ্রষ্টার মনে উদ্ভূত হয়েছে। এখানে বার্কলের অন্তত দুটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য—(ক) জগৎ সৃষ্টির সৌন্দর্য মিথ্যা-চমক হয়ে পড়ে, যা দ্রষ্টার একান্ত ব্যক্তিগত। (খ) মুখ্য ও গৌণগুণ বিভাজনের কোনো ন্যায়সম্মত ভিত্তি নেই, বরং তথাকথিত মুখ্যগুণগুলিকে গৌণগুণের লক্ষণযুক্ত বলে দেখানো যায়। তা ছাড়া আরও বড়ো প্রশ্ন হল যে, আমাদের মনে উপস্থিত ধারণাগুলি যে বস্তুর যথার্থ প্রতিনিধি তা আমরা জানব কেমন করে? আমরা কেবল নিজেদের ধারণাগুলির সঙ্গে পরিচিত (লক), তাই ধারণাকে অতিক্রম করে ধারণার সঙ্গে বস্তুর তুলনা করা সম্ভব হয় না।

লকের বক্তব্য বার্কলের কাছে অরুচিকর বলে মনে হয়েছিল। নিউটন, গ্যালিলিয়ো, রবার্ট বয়েল প্রমুখের প্রভাবে লক জগতের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বার্কলের মনে হয়েছিল যে যান্ত্রিক ব্যাখ্যা বিরক্তিকর, কারণ তা কোনো কিছুকেই সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না। যান্ত্রিক ব্যাখ্যা লকের কাছে প্রশংসনীয় হলেও বার্কলের কাছে তা বিরক্তিকর, কুৎসিত, নির্বোধ, মিথ্যা ও মানবচেতনার বিরুদ্ধ। ফলে বার্কলে কেবল লকের বক্তব্যের সমালোচনাই করেননি, ওই বক্তব্যের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেছেন।[2]

বার্কলে অজড় তত্ত্বের মধ্যে দার্শনিক সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন। বার্কলে বাহ্যজগৎ এবং জগৎস্থিত বস্তুগুলিকে অস্বীকার করেননি। তিনি এমনও মনে করেননি যে—Esse est percipi aut percipere—বললে আমার বা অপর কোনো সীমিত সত্তার মনের প্রত্যক্ষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকা বোঝায়। 'মনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকা' কথাটির তাৎপর্য হল ঈশ্বরের মনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকা। সব কিছুই ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল; বুদ্ধিহীন, মনহীন, কুৎসিত, বিশ্বযন্ত্রের কোনো স্থান নেই।

কপেলস্টোন মনে করেন যে, অভিজ্ঞতাবাদী হিসেবে বার্কলে অসাধারণ দার্শনিক যিনি একজন অধিবিদ্যাবিদ এবং প্রাতিভাষিকতাবাদী বটে, তবে তিনি এমন চিন্তা করেননি যে দর্শনে প্রাতিভাষিকতাবাদই শেষ কথা বলবে। তিনি আরও বলেন, "His philosophy may, of course, appear to be a hybrid. It inevitably

1 'It is not, I believe, excessively unjust to Berkeley to say that his views were parasitic on the doctrine of Locke.' (P-11, G.J. Warmock, Introduction, 'The Principles of Human Knowledge and other writing', Berkeley)

2 'Thus he not only criticized, but profoundly hated, Locke's Philosophy; the whole cast of mind which could embrace it was to him disagreeable.' (Ibid)

Scanned with CamScanner

appears in this light if we regard it simply as a stepping stone on the way from Locke to Hume. But it is, I think, of interest for its own sake." (Vol-V)

■ বিমূর্ত ধারণা খণ্ডন—বার্কলে [Berkeley's Rejection of Abstract Idea]

> '...এমনভাবে ভাবার ঝোঁক আমার রয়েছে যে, দার্শনিকদের কাছে যে সমস্যাগুলি এতদিন পর্যন্ত কৌতূহলকর হয়েছে এবং জ্ঞানের পথ আটকেছে তার বেশিরভাগ, এমনকি বলা যায় সবটাই আমাদের কারণেই হয়েছে—আমরা প্রথমে ধুলো ছুঁড়ে পরে দেখতে না পাওয়ার অভিযোগ করেছি।'[1]
>
> '...আমার নিজের ক্ষেত্রে আমি অবশ্যই দেখি, যে বিশেষ বস্তুগুলিকে আমি প্রত্যক্ষ করেছি সেগুলিকে কল্পনা করার অথবা নিজের কাছে উপস্থিত করার, তাদের নানাভাবে যুক্ত করার বা বিভাজন করার শক্তি আমার আছে। ...কিন্তু কোনোভাবেই চিন্তা করে বিমূর্ত ধারণা কল্পনা করতে পারি না।'[2]
>
> '...আমি চূড়ান্তভাবে অস্বীকার করি না যে সাধারণ ধারণাগুলি আছে, কেবলমাত্র বিমূর্ত সাধারণ ধারণাকে অস্বীকার করি।'[3]

জড়বাদ এবং সংশয়বাদ খণ্ডন করে ভাববাদ ও মানসবাদ প্রতিষ্ঠার পথে বার্কলে বিমূর্ত ধারণা তত্ত্বকে খণ্ডন করা জরুরি বলে মনে করেছেন। 'The Principles of Human Knowledge' এবং 'Three Dialogues between Hylas and Philonous' গ্রন্থ দুটিতে বার্কলে বিমূর্ত ধারণার বিশদ সমালোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে বিতর্কের বিষয়টি শব্দের অর্থের সমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। একটি শব্দের বিশেষ থেকে সাধারণ হয়ে ওঠা বলতে কী বোঝায়? একটি সাধারণ পদের অর্থ থাকা বলতে কী বোঝায়? এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে লক আকারের (pattern) প্রত্যয় এবং আকারের ব্যবহারের কথা বলেছিলেন। গোলাপি (Pink) এই সাধারণটিকে লক কীভাবে ব্যবহার করবেন দেখা যাক।

প্রথমত, অভিজ্ঞতায় কয়েকটি গোলাপি রঙের বস্তু দেখার পর আমরা বুদ্ধির সাহায্যে ওই বস্তুগুলির মধ্যেকার সাধারণ ধর্মটিকে অন্যান্য ধর্ম থেকে পৃথক করি। যে ধর্ম বস্তুগুলির মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে সেগুলিকে বর্জন করে আমরা গোলাপি রংটিকে বুঝতে চাই।

দ্বিতীয়ত, ওই সাধারণ ও বিমূর্ত রংটির জন্য আমরা একটি নাম ঠিক করি।

তৃতীয়ত, ওই গোলাপি নামটিকে ব্যবহার করে আমরা অন্যান্য অনেক বস্তুকে এমনভাবে বোঝাতে চাই যাতে ওই বস্তুগুলি গোলাপ নামক বিমূর্ত ধারণাটির বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। যদি কোনো একটি বিশেষ ধারণা ওই সাধারণ ধারণাটির অনুরূপ হয়, তাহলে আমরা বিশেষ ধারণাটিকে বিমূর্ত ধারণার অন্তর্ভুক্ত করি। তাহলে লকের মতে, যদিও সাক্ষাৎ অনুভবে বিমূর্ত ধারণা পাওয়া যায় না। তথাপি মনের সৃজনীশক্তির সাহায্যে বিভিন্ন সমজাতীয় দৃষ্টান্তের মধ্যে থেকে বিমূর্ত ধারণা গঠন করা সম্ভব।

লকের অভিজ্ঞতাবাদের সাহায্য নিয়েই বার্কলে বিমূর্ত ধারণা বাতিল করতে চেয়েছেন। তিনি লকের Essay-র চতুর্থ অধ্যায়ের একটি বক্তব্য উপস্থিত করেছেন :

Does it not require great pains and skill to form the general idea of a triangle (which is yet none of the most abstract...), for it must be neither oblique nor rectangle, neither equilateral nor scalenon; but all and none of these at once. In effect, it is

---

1. '... I am inclined to think that the far greater part, if not all, of those difficulties which have amused philosophers, and blocked up the way to knowledge, are entirely owing to ourselves—that we have first raised a dust and then complain we cannot see.' (The Principles, introduction)
2. '... I find indeed I have a faculty of imagining, or representing to myself, the idea of those particular things I have perceived, and of variously compounding and dividing them...I cannot by any effort of thought conceived the abstract idea...' (Ibid)
3. '... I do not deny absolutely there are general ideas, but only that there are any abstract general ideas...' (Ibid)

Scanned with CamScanner

something imperfect that cannot exist, an idea wherein some parts of several different and inconsistent ideas are put together. (Principles of Knowledge, Berkeley, P-53, edt. by G.J. Warmock)

বার্কলে লকের এই বক্তব্যকে স্বতঃপ্রমাণিত অসম্ভব বলেছেন।

প্রথমত, বার্কলের মতে বিমূর্ত ধারণার সাহায্য নিয়ে সাধারণ পদের (general term) ব্যাখ্যা দেওয়াটা অপ্রয়োজনীয়। সাধারণ পদ হওয়ার জন্য এবং অর্থপূর্ণ হওয়ার জন্য এই বিষয়টি আদৌ প্রয়োজন নয় যে এটি একটি ধারণা কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত থাকবে এবং ওই ধারণার নাম গ্রহণ করবে। আমরা সাধারণ পদগুলিকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করি এবং একটি শ্রেণির অন্তর্গত সেইসকল বিশেষ বস্তুগুলিকে বোঝাই যাদের পরস্পরের মধ্যে মিল আছে। একটি বস্তুকে পীত বলে চিহ্নিত করার জন্য কোনো বিমূর্ত ধারণার সাহায্য প্রয়োজনীয় নয়। যদি আমি ইতোমধ্যেই পীত বলে চিহ্নিত কোনো বিষয়কে জেনে থাকি, তাহলে আমার সামনে উপস্থিত নতুন একটি বিষয় যদি তার অনুরূপ হয়, তাহলে তাকে পীত বলি।

দ্বিতীয়ত, লকের বক্তব্যটি অসম্ভব। লক বলেছিলেন, ত্রিভুজ সম্পর্কিত কোনো একটি বক্তব্যকে বিচার করার সময় আমরা কোনো একটি নির্দিষ্ট ত্রিভুজ, যেমন সমবাহু বা অসমবাহু বা সমদ্বিবাহুকে বিচার করি না। বরং সাধারণভাবে ত্রিভুজের ধারণা মনের সামনে উপস্থিত হয় এবং ওই ধারণাকে বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে আমরা ত্রিভুজ সম্পর্কে সার্বিক ও নিশ্চিত জ্ঞান পাই। কিন্তু বার্কলে মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ওই বক্তব্য বাতিল করেছেন। মানবতা, রং, ত্রিভুজ, প্রাণীত্ব—এই জাতীয় শব্দকে বার্কলে বিমূর্ত ধারণা বলবেন। কেউ যদি নিজের মনের মধ্যে অনুসন্ধান করে তাহলে কখনোই সমবাহু বা অসমবাহু বা বিষমবাহু কোনোটিই নয়, অথচ ত্রিভুজ (অর্থাৎ সব ক-টি) এমন কিছু পাবে না। আমাদের সকল ধারণাই গড়ে ওঠে বিশেষ ত্রিভুজ, বিশেষ মানুষ, বিশেষ রং ইত্যাদি সম্পর্কে। বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে যদি আমরা প্রাণীত্ব (animality) সম্পর্কে বিমূর্ত ধারণা পেতে চেষ্টা করি। কোনো বিশেষ আকৃতি বা রং নেই, গঠন নেই, এমন প্রাণীত্বের ধারণা অন্তর্দর্শনে খুঁজে পাব না।[1]

তৃতীয়ত, মনে করা যাক্ যে পীত রঙের কোনো কাঠামোর একটি ধারণা আছে। এটি কি বিস্তৃত নয়? এটির কি কোনো আকার, ব্যাপকতা থাকবে না? যদি লকের বিমূর্ত ত্রিভুজটি ত্রিভুজ-কাঠামোর উদাহরণ হয়, তাহলে এর বাহুগুলির কি কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকবে না? বার্কলে মনে করেন যে, সাধারণ পদের সাধারণত্ব সেটির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে, কোনো বিশেষ লক্ষণের জন্য নয়।

চতুর্থত, লকের এই বক্তব্যের সঙ্গে বার্কলে একমত নন যে, পারস্পরিক যোগাযোগ (communication) এবং জ্ঞানের বৃদ্ধির (enlargement of knowledge) জন্য বিমূর্ত ধারণা গঠন করা প্রয়োজন।[2] ওই দুটির প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বার্কলে প্রশ্ন তুলেছেন—(a) সাধারণ ধারণা গঠন করার যন্ত্রণা ও পরিশ্রম জীবনের কোন্ পর্যায়ে দরকার তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। এমন নয় যে, ব্যক্তি যখন বেড়ে উঠেছে বা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে তখন দরকার। কারণ তারা ওই ধরনের কোনো প্রচেষ্টার বিষয়ে সচেতন নয়। তবে কি এটি শৈশবকালের ঘটনা? বার্কলে বলবেন এভাবে বিমূর্ত ধারণা গঠন করা শিশুদের পক্ষে সম্ভব নয়। (b) বার্কলে মনে করেন না যে, জ্ঞানের বিকাশের জন্য সাধারণ ধারণার আবশ্যিকতা আছে।[3] বার্কলে এ কথা মানবেন যে, সকল

1 'What more easy than for anyone to look little into his own thoughts, and there try wheather he has, or can attain to have, an idea that shall correspond with the description that is here given of the general idea of a triangle—which is neither oblique nor rectangle, equilateral, equicrural nor scalenon, but all and none of these at once?' (Introduction, Para-13, Principles)

2 'It is true that the mind in this imperfect state has need of such ideas, and makes all the haste to them it can, for the conveniency of communication and enlargement of knowledge, to which it is naturally very much inclined.' (Essay, Locke, BK-IV, ch-7)

3 'Nor do I think them a whit more needful for the enlargement of knowledge than for communication.' (Principles, Introduction, Para-15, Berkeley)

Scanned with CamScanner

জ্ঞান এবং প্রমাণ গঠন (demonstration) সার্বিক প্রত্যয় (universal notion) সম্পর্কে গড়ে ওঠে। কিন্তু বার্কলে মনে করেন না যে, লক প্রস্তাবিত পথে বিমূর্তিকরণের মাধ্যমে ওই প্রত্যয় (notion) গড়ে ওঠে। সাধারণ ধারণার সার্বিকতা (universality) কোনো ধারণার অসীম, সদর্থক প্রকৃতির মধ্যে থাকে না, বরং বিশেষগুলির সঙ্গে সাধারণ ধারণাটির সম্পর্কের মধ্যে থাকে।[1]

পঞ্চমত, লকের মতে, যা কিছু অস্তিত্ববান তা বিশেষ বস্তু। তাহলে কীভাবে সাধারণ ধারণা পাওয়া যাবে? লকের উত্তর হল, 'Words become general by being made the signs of general ideas' (E, BK-III, ch-3)। সাধারণ ধারণার চিহ্ন হয়ে শব্দগুলি সাধারণ হয়ে ওঠে। কিন্তু বার্কলে মনে করেন যে, কোনো বিমূর্ত সাধারণ ধারণার চিহ্ন হিসেবে শব্দগুলি সাধারণ হয়ে ওঠে না, বরং তা হয়, অনেকগুলি বিশেষ ধারণা যে-কোনো একটি শব্দ নিরপেক্ষভাবে মনের কাছে উপস্থাপিত করে। 'যা কিছুর বিস্তৃতি আছে তা বিভাজনযোগ্য', এই বচনে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ বিস্তৃতিকে বোঝায় না, সাধারণভাবে যে-কোনো বিস্তৃতিকে বুঝতে হয়।

বিমূর্ত ধারণা খণ্ডনের মধ্য দিয়ে বার্কলে অন্তত দুটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

(1) শব্দ ও ধারণার মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য কোনো বিমূর্ত ধারণার সাহায্য নেওয়ার অর্থ এই সূত্রকে অস্বীকার করা যে, শব্দগুলি অভিজ্ঞতার বিষয়কে ইঙ্গিত করবে। বার্কলে মনে করেন, যিনি জানেন যে তাঁর কাছে বিশেষ ধারণা ছাড়া অন্য কিছু নেই, তিনি নামের সঙ্গে লেগে থাকা কোনো বিমূর্ত ধারণাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য নিজেকে বিব্রত করবেন না।[2]

(2) ভাষা ও তার প্রয়োগ বিষয়ে আমাদের সচেতন হতে হবে এবং শব্দের সঙ্গে যুক্ত রহস্যময়তাকে সরিয়ে রাখতে হবে। বিমূর্ত ধারণা স্বীকার করার সঙ্গে আমরা জড় নামক এক বিমূর্ত বস্তু স্বীকার করি, তাকেও বর্জন করতে হবে। আসলে শব্দ যেমন বস্তুকে ইঙ্গিত করে আমরা তেমনি বিমূর্ত ধারণা গঠন করে বিমূর্ত জড়কে খুঁজে পেতে চাই।

■ বার্কলের সমালোচনার মূল্যায়ন [Evaluation of Berkeley's Criticism]

বার্কলে যে বিচারে বিমূর্ত ধারণা তত্ত্বকে সমালোচনা করেছেন সেই প্রসঙ্গে নানা মন্তব্য করা হয়েছে। আমরা কয়েকটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

(1) এমন মনে করা হয়েছে যে, বার্কলে লকের বক্তব্য আলোচনায় সুবিচার করেননি। ধারণা বলতে লক বুঝেছিলেন সেইসব কিছুকে যা এক চিন্তাশীল মনের সামনে উপস্থিত থাকে। ফলে একদিকে যেমন প্রতিরূপ হল ধারণা, তেমনি অপরদিকে কল্পনা বিমূর্ত ধারণা ইত্যাদিও ধারণা বলে বিবেচিত। কিন্তু বার্কলের কাছে ধারণা হল তাই, যা ইন্দ্রিয়ের সামনে উপস্থিত হয়, অথবা কল্পনাতে পুনরুত্থাপিত হয়। ফলে ধারণা বলতে বার্কলে প্রতিরূপ অথবা ইন্দ্রিয় প্রতিরূপকে বোঝান, বিমূর্ত কোনো কিছুকে নয়। লক কখনও বলেননি যে, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে বিমূর্ত ধারণা পাওয়া যায়। অথচ বার্কলে এদিক থেকেই সমালোচনা করেছিলেন। কপোলস্টোন তাই মনে করেন যে, বার্কলে লকের প্রতি অবিচার করেছেন।[3]

(2) বার্কলের মতকে অনেক সময়ে নামবাদ (Nominalism) বলা হয়, কারণ তিনি বাহ্যজগতে কেবল

1 '...universality, so far as I can comprehend, not consisting in the absolute, positive nature or conception of anything, but in the relation it bears to the particulars signified or represented by it.' (Ibid)

2 'He that knows he has none other than particular ideas, will not puzzle himself in vain to to find out and conceive the abstract idea annexed to any name.' (Berkeley, Principles, Introduction)

3 'But if we consider that part of Berkeley's theory which consists in an exagesis of Locke, we must say, I think, that he was definitely unfair to the latter, however much some admirers of the good bishop may have tried to dispose of the change.' (P-217, Vol-V, History of Philosophy, Copleston)

Scanned with CamScanner

বিশেষ বিশেষ বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু মনের জগতে আছে কেবল প্রতিরূপ (image)। ফলে সাধারণ ধারণা বা বিমূর্ত ধারণা নিছক নামমাত্র। এদিক থেকেই তিনি বিমূর্ত ধারণার সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, একটি প্রতিরূপ একই ধরনের সকল আকৃতিকে (ত্রিভুজের ক্ষেত্রে) উপস্থিত করে। প্রশ্ন হল, একই ধরনের (the same sort) বলতে কী বোঝায়? বিষয়টা জানতে হলে আমাদের মনের সামনে একটি প্রত্যয় (concept) উপস্থিত থাকবে, যা প্রতিরূপ নয়। কারণ একজাতীয় জিনিসগুলির সাধারণধর্মকে উপস্থিত করতে হবে বিমূর্ত ধারণার আকারে। বার্কলে সাধারণধর্মকে স্বীকার করায় তাঁকে নামবাদী বলা যায় না।

(3) বিমূর্ত ধারণা বিষয়ে বার্কলের বক্তব্যের পরিবর্তন আসে 1744 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত Siris নামক গ্রন্থে। তিনি সহজেই, কোনো ইতস্তত না করেই এবং প্রায় কোনো বিশেষণ যোগ না করেই ঘোষণা করেন যে, কোনো কিছুকে বোঝার কাজটি বোধশক্তির, এটি ইন্দ্রিয়ের কাজ নয়। কোনো বস্তুকে যখন জানি তখন তা বুঝতে পারি; এবং এটিকে বুঝতে পারি যখন ব্যাখ্যা (interpret) করতে পারি অথবা বলতে পারি এটির তাৎপর্য কী? সঠিকভাবে বলা যায় যে ইন্দ্রিয় কোনো কিছুই জানে না। ইন্দ্রিয়ে প্রতিভাত বিষয়গুলি চিন্তার পরবর্তী কাজকে কঠিন করে তোলে। C.R. Morris লিখেছেন, "So far does he go that he even seems willing to admit the necessity of abstract ideas." (P-95, 6, Morris)

2.3 বার্কলের অজড়বাদ/জড় বস্তুর অস্তিত্ব খণ্ডন [Berkeley's Immaterialism /Denial of Material Things]

'আমি দ্রব্যকে কেড়ে নিচ্ছি না, বুদ্ধিগ্রাহ্য জগৎ থেকে দ্রব্যকে বাতিলের দায়ে আমাকে দোষী করা উচিত হবে না। আমি কেবল 'দ্রব্য' কথাটির দার্শনিক তাৎপর্যকে (যা কার্যত কোনো তাৎপর্যই নয়) বাতিল করছি।' (Berkeley, Philosophical Commentaries, 581)[1]

'কেবলমাত্র সেই জিনিসটির অস্তিত্ব আমি অস্বীকার করি যাকে দার্শনিকরা জড় অথবা ভৌত দ্রব্য বলেন।' (Berkeley, Ibid, 593)[2]

বিশপ বার্কলে জড়বাদ ও সংশয়বাদের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। লকের বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দর্শনে সাধারণ বা লৌকিক বিশ্বাস থেকে কিছুটা ভিন্নভাবে মন-নিরপেক্ষ বস্তু বা বাহ্যদ্রব্যসমূহের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য বহুলাংশে তাঁর সমকালের বিজ্ঞান ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ফলে বার্কলের অজড়বাদী আক্রমণ মূলত তিনটি দিকে চালিত হয়েছিল— (1) সপ্তদশ শতকের জড়বাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ; (2) মুখ্য ও গৌণগুণের বিভাগকে অবৈধ প্রতিপন্ন করা; এবং (3) প্রত্যক্ষ বিষয়ে প্রতিরূপী মতবাদ খণ্ডন। অন্যদিকে 'প্রত্যক্ষ করা' বিষয়ে মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতাবাদী ব্যাখ্যা দিয়ে ও 'অস্তিত্ব' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করে তিনি ভাববাদে উপনীত হয়েছিলেন। আমরা সংক্ষেপে বার্কলের নঞর্থক বক্তব্য উপস্থাপিত করবো।

■ **সপ্তদশ শতকের জড়বাদ খণ্ডন ঃ** বার্কলের সময় প্রকৃতিবিজ্ঞান গ্যালিলিয়ো, ভেসেলিয়াস্‌, হার্ভে, রবার্ট বয়েল এবং নিউটনের গবেষণা দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছিল। লকের দার্শনিক রচনায় তদানীন্তন বৈজ্ঞানিক ভাবনাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা ছিল। জড়বস্তুগুলি দেশ ও কালের আধারে অস্তিত্ববান। এগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও গতি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করা যায় ও গবেষণার ফলকে অঙ্কের ভাষায় প্রকাশ করা যায়।

1. 'I take not away substances. I ought not to be accused of discarding substance out of the reasonable world. I only reject the Philosophic sense (which in effect is no sense) of the word "Substance".' (P-C 581)
2. 'The only thing whose existence we deny, is that which Philosophers call matter or corporeal Substance.' (Ibid 593)

Scanned with CamScanner

বাহ্য জগতের কতকগুলি লক্ষণ স্বীকৃত ছিল, যেমন—স্থান, আকার আকৃতি, গতি, ওজন ইত্যাদি। এগুলির সাহায্যে উত্তাপ, শীতলতা, বর্ণ ও শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হত। এখান থেকেই লকের মুখ্য ও গৌণগুণের বিভাজন গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক আশ্রয়বাক্য হল—কোনো কিছুকে প্রত্যক্ষ করা যাবে না, যদি না সেটি ইন্দ্রিয়ের ওপর ক্রিয়া করে এবং দ্রষ্টার মনে ধারণা উৎপন্ন করে। [গুণের বিভাজনের পূর্বে লক প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।]

জড় বস্তুর অস্তিত্ব খণ্ডন করে বার্কলের দেওয়া একাধিক যুক্তির মধ্যে থেকে কয়েকটি উল্লেখ করা যায়—

(1) বার্কলের মতে, যারা জড় দ্রব্যে বিশ্বাস করে তারা শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতারিত হয়েছেন। আমরা বলি গোলাপটি লাল, গোলাপটিতে গন্ধ আছে, অর্থাৎ একটি গোলাপে কতকগুলি গুণ আরোপ করি বা তাতে কিছু বিশেষ যুক্ত করি। এক্ষেত্রে লকের মতো দার্শনিক বলবেন, যে গুণগুলি আমরা প্রত্যক্ষ করছি তার পশ্চাতে অবশ্যই কোনো অদৃশ্য (invisible) দ্রব্যের সহায়তা (support) বা কোনো আধার আছে। বার্কলে বলবেন, আলোচ্য ক্ষেত্রে সহায়তা (support) বলতে ঠিক কী তার স্পষ্ট অর্থ নেই। বার্কলে এই ব্যাপারটা অস্বীকার করবেন না যে, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত দ্রব্য শব্দের অর্থ মানা গেলেও দার্শনিক অর্থে মানা যাবে না।

(2) বার্কলে বলেন, জড় দ্রব্য হল একটি অপ্রয়োজনীয় ও দুর্বোধ্য প্রকল্প। 'থ্রি ডায়লগ' গ্রন্থে জড়বাদী হাইলাস (তথা লক) বলেছিল যে, একটি জড় ভিত্তি বা অধঃস্তর (substratum) থাকাটা আবশ্যিক, অন্যথায় বিকার এবং গুণগুলিকে অস্তিত্ববান বলে ভাবা যাবে না [I find it necessary to suppose a material substratum without which they (modes and relation) can not be conceived to exist. (Dialogue 1, II)]। উত্তরে ফিলোনাস (তথা বার্কলে) জড় ভিত্তি কথাটির অর্থ ব্যাখ্যা করার জন্য হাইলাসকে আহ্বান করলেন। যদি হাইলাস বলেন যে এটি ইন্দ্রিয়লভ্য গুণ বা আকস্মিক ধর্মের পশ্চাতে ছড়িয়ে থাকে, তাহলে এটি বিস্তৃতি (extention) নামক প্রাথমিক গুণের পশ্চাতেও ছড়িয়ে থাকবে। সেক্ষেত্রে এটিও বিস্তৃত হবে। একই সিদ্ধান্ত আসবে যদি অন্য কোনো কথা ব্যবহার করি, যেমন 'নিম্নে অবস্থানের ধারণা'। আসলে এখানে অনবস্থা (infinite regress) দেখা দেবে।

(3) 'Principles' গ্রন্থে বার্কলে বলেছেন, জড় দ্রব্য বলতে কী বোঝায়? এই প্রশ্নটি যদি সবচেয়ে নিখুঁত বা যথার্থ দার্শনিকদের কাছে নিয়ে যায়, তাহলে দেখব তাদের কাছে একটিই উত্তর আছে তা হল, সত্তার সাধারণ ধারণা (idea of being in general), যার সঙ্গে রয়েছে সহায়ক ধর্মের সাপেক্ষ ধারণা। বার্কলে বলেন, সত্তার সাধারণ ধারণা তাঁর কাছে অন্য সকল ধারণার তুলনায় সবচেয়ে বেশি বিমূর্ত এবং অবোধগম্য।[1] সহায়ক ধর্ম সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। এদের সঙ্গে অন্য কোনো ব্যাখ্যা যুক্ত নেই। কাজেই জড় দ্রব্যের ধারণার বিশ্লেষণে যে দুটি অংশ (সাধারণ ধর্ম + আকস্মিক) পাওয়া যায় তাদের সঙ্গে কোনো স্বতন্ত্র অর্থ যুক্ত থাকে না।

(4) 'Principles' গ্রন্থে বার্কলে প্রশ্ন তুলেছেন, কী করে জানাবো যে বিস্তৃতি, আকার, গতিসম্পন্ন জড় বস্তু কোনো মনের ধারণার সঙ্গে যুক্ত না হয়ে বাস্তবে রয়েছে? —প্রসঙ্গত বলা যায়, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অথবা যুক্তির সাহায্যে তা জানাতে হবে। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সমস্ত বিষয় জানা যায় না, কারণ ইন্দ্রিয়ে কেবল ধারণা, সংবেদন ইত্যাদি ধরা পড়ে, অপ্রত্যক্ষিত জড় বস্তু নয়।[2] তাহলে কি আমরা যা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষে পাই তার ভিত্তিতে জড় দ্রব্যকে অনুমান করতে পারি? তাও সম্ভব নয়; কারণ, এমন জড় বস্তুর সমর্থকরাও স্বীকার করবেন যে, জড় বস্তুর সঙ্গে আমাদের ধারণার কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক নেই।[3]

---

1 'The general idea of Being appeareth to me the most abstract and incomprehensible of all other....' (Principle, P-1, 17)

2 'As for our senses, by them we have the knowledge only of our sensations, ideas, or those things that are immediately perceived by sense, ... but they do not inform us that things exist without the mind, or unperceived, like to those which are perceived.' (Ibid 18)

3 'But what reason can induce us to believe the existence of bodies without the mind, from what we perceive, the very patrons of Matter themselves do not pretend there is any necessary connection between them and our ideas?' (Ibid 18)

Scanned with CamScanner

(5) 'Three Dialogues' গ্রন্থে বার্কলে দেখিয়েছেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল গুণই প্রত্যক্ষের বিষয় অথবা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য। কোনো গন্ধের কথা বলার অর্থ হল কেউ ওই গন্ধ পেয়েছেন, কোনো শব্দের কথা বলার অর্থ হল সেই শব্দ কেউ শুনেছেন। একইভাবে বলা হয় একটি রঙ কেউ দেখেছেন, কাঠিন্য কেউ স্পর্শ করেছেন ইত্যাদি। কাজেই অশ্রুত শব্দ, অনাঘ্রাত গন্ধ, অদৃষ্ট রঙ ইত্যাদি হল অসম্ভব শব্দ।[1]

(6) অপ্রত্যক্ষিত জড় বস্তুর অস্তিত্ব অসম্ভব বলে বার্কলে দাবি করেছেন। কারণ অপ্রত্যক্ষিত বস্তুর কথা চিন্তা করতে গেলে ওই বস্তুটি আমার মনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে। যখনই এমন একটি গাছের কথা বলি যা কেউ প্রত্যক্ষ করছে না, তখনই গাছটি আমার মনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে।

(7) বার্কলের মতে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলি হল জটিল ধারণা। একটি বৃক্ষ হল স্পর্শ, দৃশ্য, ঘ্রাণ ইত্যাদি কতকগুলি সংবেদন লব্ধ ধারণার সমষ্টি। তিনি 'ধারণা' শব্দের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের সামনে উপস্থিত অথবা স্মৃতিতে পুনরুত্থাপিত বিষয়সমূহকে বুঝিয়েছেন। কাজেই সিদ্ধান্ত এসে পড়ে যে, জ্ঞানের বিষয়রূপী বস্তুগুলি মনের বাইরে থাকতে পারে না, কারণ সেগুলি ধারণামাত্র। সুতরাং, মন-নিরপেক্ষ জড় বস্তুর ধারণাটি স্ববিরোধী।

■ **মুখ্য ও গৌণ গুণের পার্থক্য অস্বীকার ঃ** জড়বাদ খণ্ডনের প্রচেষ্টায় 'Three Dialogue' এবং 'Principles' গ্রন্থ দুটিতে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এর মূল কথাগুলি হল,* গৌণ গুণগুলি মুখ্যগুণ থেকে অবিচ্ছেদ্য, একটি না থাকলে অপরটি থাকে না। প্রত্যক্ষে এমন কোনো আকার ধরা পড়ে না যা বর্ণহীন। এখন যদি গৌণ গুণগুলি বস্তুর নিজস্ব ধর্ম না হয় তাহলে মুখ্য গুণগুলিও তা হবে না।

লক বলেছিলেন যে, কোনো গুণ যদি ব্যক্তি ও পরিস্থিতি ভেদে ভিন্ন হয় তবে তা ব্যক্তিনিষ্ঠ এবং গৌণ। বার্কলে মনে করেন যে, ওই যুক্তি মানলে তথাকথিত মুখ্য গুণও গৌণ হয়ে পড়ে। দূরত্বের পরিবর্তন ঘটিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে একই বস্তু বিভিন্নভাবে উপস্থিত হয়, তার দৃশ্যমান আকার, আকৃতি ও গতি ভিন্ন হয়ে পড়ে। কাজেই জড় বস্তুর সমর্থনে মুখ্য ও গৌণ গুণের মধ্যে যে ভেদ করা হয়েছে তা যুক্তিযুক্ত নয়।

■ **প্রতিরূপী বস্তুবাদ খণ্ডন ঃ** আমরা দেখেছি বার্কলে কীভাবে মন-নিরপেক্ষ জড়বস্তুর অস্তিত্ব খণ্ডন করে বস্তুবাদ বর্জন করেছেন। লকের জ্ঞানতত্ত্ব একধরনের দ্বৈতবাদ প্রচার করে, যেখানে মন এবং বস্তু এই দুইয়ের মধ্যে অবস্থান করে ধারণা (idea) জ্ঞান গঠনের উপাদান হয়। কিন্তু লক বাহ্যদ্রব্যকে জ্ঞাতগুণের অজ্ঞাত আধার হিসেবে স্বীকার করায় আমরা কোনোভাবেই সিদ্ধান্ত করতে পারি না যে (a) মুখ্যগুণের ধারণা যথার্থই বস্তুর শক্তি কিনা এবং (b) বচন বা অবধারণগুলির বক্তব্যের সঙ্গে বাহ্য জগতের মিল আছে কিনা। ফলে ধারণার লৌহ যবনিকা অতিক্রম করে লক বাহ্য জগৎ বিষয়ে যা দাবি করেছেন তা স্ববিরোধী।

■ বার্কলের অজড়বাদের সমালোচনা

বার্কলের বক্তব্যের অতিসংক্ষিপ্ত সমালোচনা উপস্থিত করা যায়—

প্রথমত, বার্কলের বক্তব্য অহংসর্বস্ববাদে (Solipsism) নিয়ে যায়। মনের সঙ্গে যুক্ত না করে কোনো বিষয়কে চিন্তা করা যায় না এই যুক্তিতে যদি জড়বস্তু অস্তিত্ব বাতিল হয়, তাহলে ঈশ্বরের বিষয়ে চিন্তা করলেও তিনি চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে চিন্তকের মন নির্ভর হন। ফলে আমি এবং আমার ধারণাসমূহ ভিন্ন অন্য কিছুই থাকে না।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যক্ষ করতে না পারার জন্য যদি জড়বস্তু অস্বীকৃত হয়, তাহলে একই যুক্তি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে না পারার জন্য তার অস্তিত্ব মানা যায় না।

তৃতীয়ত, বার্কলে দাবি করলেন, যেহেতু বিমূর্ত ধারণা স্বীকার করা যায় না এবং জড়ের ধারণা হল বিমূর্ত, তাই জড়বস্তুর ধারণা স্বীকার করা যায় না। আসলে বার্কলে 'ধারণা' শব্দটিকে ইন্দ্রিয়ছাপ অর্থে ব্যবহার করেছিলেন যা মানা কষ্টকর। তবে কিছুটা আত্মবিরোধিতা করে বার্কলে শেষ পর্যন্ত সাধারণ ধারণা (general idea) স্বীকার করেছিলেন।

চতুর্থত, রাসেল, মুর, পেরী, আলেকজান্ডার প্রমুখ সাম্প্রতিক কালের বস্তুবাদীদের একটি সাধারণ বক্তব্য

1 'Philonous. Sensible things therefore are nothing else but so many sensible qualities, or combinations of sensible qualities'. (First Dialogue)

* পূর্বে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

হল যে, বার্কলে 'ধারণা' শব্দটিকে অনেকার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। এক অর্থে ধারণা বলতে বোঝায় মনের সামনে উপস্থিত বস্তুকে; অন্য অর্থে ধারণা হল তাই যা মনের মধ্যে উপস্থিত চিত্র বা চিন্তা। প্রথম অর্থে প্রয়োগ করলে 'ধারণা' কখনোই মনের মধ্যে থাকতে পারে না, মন-নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করে। কিন্তু দ্বিতীয় অর্থে ধারণা অবশ্যই মন-নির্ভর। এই চিন্তাগত অনেকার্থতা বার্কলেকে অজড়বাদে উপনীত হতে সাহায্য করেছিল।

বার্কলের বক্তব্যের পরিণতিকে নামবাদ (Nominalism) বলা যায়। নামবাদ বলতে সেই মতবাদকে বোঝায় যার দাবি হল যে, বাস্তবে কোনো সামান্য নেই (universal) কেবল বিশেষই আছে। অভিজ্ঞতায় যেসব বস্তুর সম্পর্কে জানি সেগুলি বিশেষ, যেমন বিশেষ মানুষ, বিশেষ দার্শনিক, বিশেষ পাখি ইত্যাদি। নামবাদী বার্কলে বলবেন যে, বাস্তবে কেবল বিশেষগুলি আছে, কিন্তু আমাদের কেবল প্রতিরূপগুলিই (images) আছে কোনো প্রত্যয় নেই। যখন একটি ত্রিভুজের কথা ভাবি, তখন আমার মনের সামনে আসে বিশেষ কোনো ত্রিভুজ, যেমন সমবাহু বা বিষমবাহু ইত্যাদি। কিন্তু ত্রিভুজের প্রত্যয় বা ত্রিভুজত্বের কোনো প্রতিচ্ছবি মনের সামনে আসে না। কিন্তু অসুবিধা হল এই যে, বার্কলের মতে একটি ছবি বা প্রতিচ্ছবিকে একই ধরনের বিষয়গুলির প্রতিনিধি করা যায়। কিন্তু এখানে 'একই ধরনের' (same kind) বলতে কী বোঝায়? এটি কী তা বুঝতে গেলে আমাদের মনের সামনে ত্রিভুজ বলতে কী বোঝায় তার প্রত্যয় থাকবে যাকে বিশেষ বলা যাবে না। একটি প্রতিচ্ছবিকে একই ধরনের অপর সকল বিশেষের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবহার করতে হলে আমাদের জানতে হবে 'সকল বিশেষের সাধারণ ধর্ম' থাকা বলতে কোন্ বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। তা যদি হয় তাহলে আমরা সাধারণ ধর্ম নির্ধারণের সমস্যায়, বিমূর্তীকরণের সমস্যায় উপনীত হবো। ত্রিভুজত্বের প্রত্যয় এবং বিশেষ ত্রিভুজের প্রতিরূপ একই ব্যাপার নয়। কোনো প্রত্যয় গঠনের জন্য প্রয়োজন বিশেষগুলির লক্ষণ সূচক ধর্মকে চিহ্নিত করা যায় যা বিমূর্তভাবে উপস্থিত থাকবে। কাজেই নামবাদের বক্তব্য সন্তোষজনক হয় না।

24 অস্তিত্ব হল প্রত্যক্ষিত হওয়া [Esse Est Percipi]

> প্রত্যক্ষকারী, সক্রিয় সত্তাকে আমি বলি মন, চেতনা, আত্মা, অথবা স্বয়ং আমি। ওই শব্দগুলি দ্বারা আমি আমার কোনো ধারণাকে নির্দেশ করি না। অথবা, যা একই কথা, যার দ্বারা এগুলি প্রত্যক্ষিত হয়—কারণ একটি ধারণার অস্তিত্ব নির্ভরশীল থাকে তার প্রত্যক্ষিত হওয়ার ওপর।[1] [Principles, P-1, Para-2]
>
> ফিলোনাস ঃ ... ইন্দ্রিয় সাক্ষাৎভাবে যে বস্তুগুলিকে প্রত্যক্ষ করে তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। ...তাই মনে হয় যে তুমি (হাইলাস) যদি সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণগুলিকে সরিয়ে নাও তাহলে আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিছুই থাকে না।
>
> হাইলাস ঃ আমি তা স্বীকার করি।
>
> ফিলোনাস ঃ সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি অসংখ্য ইন্দ্রিয়লব্ধ গুণাবলি অথবা ইন্দ্রিয়লব্ধ গুণগুলির সংযুক্তি ছাড়া কিছুই নয়।[2] [Three Dialogues, First Dialogue]

ভাষা বিশ্লেষণ এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাহায্যে বার্কলে এই অভিমত গঠন করেছেন যে যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তা অবশ্যই প্রত্যক্ষের বিষয় হবে, তার কোনো নিজস্ব নিরপেক্ষ অস্তিত্ব থাকবে না। বার্কলে 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলি অস্তিত্ববান' এই বাক্যের অর্থ খুঁজছেন, 'অস্তিত্ব' শব্দটির প্রয়োগ বুঝতে চাইছেন।

---

1. 'This perceiving, active being is what I call Mind, Spirit or Myself. By which words I do not denote any one of my ideas, but a thing entirely distinct from them, wherein they exist, or, which is the samething, where by they are perceived—for the existence of an idea consists in being perceived.' [Principles, P-1, Para-2]
2. 'Philonous : ... Sensible things are those only which are immediately perceived by sense. ... It seems, therefore, that if you take away all sensible qualities, there remains nothing sensible. Hylus : I grant it.
Philonous : Sensible things therefore are nothing else but so many sensible qualities, or combinations of sensible qualities.' (Three Dialogues, First Dialogue)

Scanned with CamScanner

বার্কলের দাবি হল, এ বিষয়ে সকলেরই জ্ঞান আছে যে ইন্দ্রিয়লব্ধ বস্তুসমূহ প্রত্যক্ষকারীর থেকে স্বতন্ত্রভাবে থাকে না বা থাকতে পারে না। যদি 'অস্তিত্ব' শব্দটির অর্থ অনুধাবন করি তাহলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। যে টেবিলের উপর আমি লিখছি, আমি বলি সেটি অস্তিত্ববান, অর্থাৎ, আমি এটি দেখছি, অনুভব করছি। যদি আমি পড়ার ঘরের বাইরে যাই তবে আমি বলব যে, এটি অস্তিত্ববান ছিল, অর্থাৎ যদি আমি ঘরে থাকতাম তাহলে সেটি দেখতে পেতাম, অথবা অন্য কোনো আত্মা (spirit) বা মন এটিকে প্রত্যক্ষ করে। বার্কলে পাঠককে বিতর্কে আহ্বান করে বলেন যে, যদি 'অস্তিত্ব' শব্দের অন্য কোনো অর্থ থাকে তবে তা হাজির করতে। টেবিলটা অস্তিত্ববান বললে 'টেবিলটা কেউ প্রত্যক্ষ করছে বা তা প্রত্যক্ষযোগ্য' এ কথা ছাড়া অন্য কিছু যদি বোঝায় তা বলার দায়িত্ব পাঠকের।

সাধারণ মানুষ অবশ্যই এ কথা বলবেন যে, ঘরে কোনো মানুষ উপস্থিত না থাকলেও টেবিলটির অস্তিত্ব থাকবে। বার্কলে উত্তরে বলবেন, ওই দাবি কেবল এটুকু বোঝায় যে, আমি যদি ঘরে ঢুকতাম তা হলে টেবিলটি দেখতে পেতাম, অন্যান্য কেউ ঘরে ঢুকলে তা দেখতো। এমনকি যদি আমি এমন কল্পনাও করতে চাই যে টেবিলটি সকল প্রকারের প্রত্যক্ষগত সম্পর্কের বাইরে অবস্থান করছে তাহলে, অবশ্যই আমি এটাও কল্পনা করবো যে ওই অবস্থানটি আমি অথবা অন্য কেউ প্রত্যক্ষ করছে। ফলে প্রচ্ছন্নভাবে আমি এক প্রত্যক্ষকারী কর্তাকে উপস্থিত করছি, যদিও নিজেকে ওই কর্তা বলতে অপছন্দ করছি না। বার্কলে বলেন, 'চিন্তাশক্তিহীন বস্তুগুলির নিরপেক্ষ অস্তিত্ব, যেগুলির সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষিত হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই, সেই বিষয়টি আমার কাছে সম্পূর্ণ অবোধগম্য বলে মনে হয়।'[1]

বার্কলে সিদ্ধান্তে এলেন যে, কোনো ইন্দ্রিয়লব্ধ বস্তু বা জড় দ্রব্যকে অস্তিত্ববান বললে কেবল এ কথা বোঝাবে—Esse est percipi or percipere, to be is to be perceived or to perceive, অস্তিত্ব হল প্রত্যক্ষিত হওয়া অথবা প্রত্যক্ষ করা।* এই সিদ্ধান্তের পরেও ঘোড়া আছে আস্তাবলে, বই আছে পড়ার ঘরে—বার্কলে এদের অস্তিত্ব অস্বীকার করছেন না, তিনি কেবল অস্তিত্বঘোষক বাক্যগুলির অর্থ বুঝতে চাইছেন। তিনি 'Principles' গ্রন্থে বলেছেন,[2] এ কথা যেন বলা না হয় যে আমি অস্তিত্বকে কেড়ে নিয়েছি; আমি কেবল ঘোষণা করেছি ওই শব্দের অর্থ কেমন করে বুঝি সেই ব্যাপারটা।

বার্কলে বলেন, এমন দাবি যৌক্তিকভাবে অসম্ভব যে অপ্রত্যক্ষিত বস্তুর অস্তিত্বের কথা আমরা জানতে পারি কারণ, (i) অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা তা জানতে পারি না; কারও পক্ষেই অদেখা অবস্থার বস্তুকে দেখতে পাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। (ii) কোনো অবরোহী অনুমানে একটি বস্তুর দেখা-অবস্থার সম্পর্কিত কিছু তথ্যের ভিত্তিতে তার অদেখা অবস্থার সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত হয় না। (iii) এক্ষেত্রে আরোহ অনুমানও ব্যর্থ হয়। কারণ যদি দুটি ঘটনার সহসংযোগ এমন হয় যার একটি দেখা এবং অপরটি অদেখা, এবং যদি এই সহসংযোগের একটিও দৃষ্টান্ত না থাকে তাহলে আরোহ অনুমান হয় না।

বার্কলের বক্তব্যকে একটি যুক্তির আকারে সাজিয়ে নিয়েছেন হসপারস 'An Introduction to Philosophical Analysis' গ্রন্থে।

(1) ভৌতবস্তুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে।
(2) মনের সঙ্গে কেবলমাত্র তার অভিজ্ঞতার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়।
(3) অতএব, ভৌতবস্তু হল অভিজ্ঞতা।
সিদ্ধান্তটি আশ্রয় ধরে এগোনো যাবে—
(4) ভৌতবস্তু হল অভিজ্ঞতা।
(5) যেটি অভিজ্ঞতা তার পক্ষে মনের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে অস্তিত্ববান হওয়াটা যৌক্তিকভাবে অসম্ভব।
(6) মনের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে ভৌতবস্তুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কাজেই মানতে হবে Esse est percipi aut percipere।

1 'For as to what is said of the absolute existence of unthinking things without any relation to their being perceived, that is to me perfectly unintelligible.' (Principles, P-1 Para-3)

* সত্তা হল জ্ঞাততা—এইভাবে অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দাস।

2 'Let it not be said that I have taken away Existence. I only declare the meaning of the word so far as I can comprehend it.' (Principle, P-1)

Scanned with CamScanner

কপোলস্টোন লক্ষ করেছেন যে, 'অস্তিত্ব থাকা হল প্রত্যক্ষ করা অথবা প্রত্যক্ষিত হওয়া' এই বাক্যটির বিষয়ে দুটি মত গড়ে উঠেছে এবং দুটি অর্থ এসেছে। প্রথম মতে, প্রত্যক্ষ করা বলতে সীমিত দ্রষ্টাকে বোঝায় এবং প্রত্যক্ষিত হওয়া বলতে সীমিত মনের দ্বারা পর্যবেক্ষিত হওয়া বোঝায়। দ্বিতীয় মতে, প্রত্যক্ষ করা ইঙ্গিত করে ঈশ্বরকে এবং প্রত্যক্ষিত হওয়ার অর্থ ঈশ্বরের দ্বারা প্রত্যক্ষিত হওয়া। কিন্তু বার্কলে এই দুটি বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন শাশ্বত ও সাপেক্ষ অস্তিত্বের মধ্যে পার্থক্য করে। বার্কলে বলেছেন, "সকল বস্তুই শাশ্বতভাবে ঈশ্বরের দ্বারা জ্ঞাত হয়, অথবা যা একই ব্যাপার তা হল, ঈশ্বরের মনে তাদের শাশ্বত অস্তিত্ব আছে: কিন্তু যখন পূর্বে যা জীবেদের কাছে প্রত্যক্ষযোগ্য ছিল না তা ঈশ্বরের আদেশে প্রত্যক্ষযোগ্য হয়ে পড়ে, তখন সৃষ্ট মনগুলির প্রসঙ্গে ওই বিষয়গুলির সাপেক্ষ অস্তিত্ব শুরু হল বলা যায়"।[1] কাজেই ইন্দ্রিয়লব্ধ বস্তুগুলির আদর্শ (archetypal) ও শাশ্বত অস্তিত্ব আছে ঈশ্বরের মনে এবং অস্তিত্বের অনুলিপি (ectypal) আছে সৃষ্ট মনগুলিতে।

আধুনিক বস্তুবাদী সমালোচনা

আধুনিক বস্তুবাদী সমালোচক রাসেল, মুর, পেরীর কয়েকটি অভিযোগ উপস্থাপিত করব—

রাসেলের বক্তব্য ঃ

(1) 'The Problems of Philosophy' গ্রন্থে বার্কলের বক্তব্য আলোচনা প্রসঙ্গে রাসেল মন্তব্য করেছেন, 'ধারণা' শব্দটি ব্যবহারের মধ্যে একধরনের বিভ্রান্তি তৈরি হয়। ধারণা আবশ্যিকভাবে যে-কোনো ব্যক্তির মনের মধ্যে থাকে। যখন বলি একটি গাছ সম্পূর্ণভাবে ধারণা দিয়ে তৈরি, তখন কেউ স্বাভাবিকভাবে মনে করতে পারে যে গাছটি অবশ্যই মনের মধ্যে আছে। রাসেল বলবেন, মনের মধ্যে থাকার ধারণাটি দ্ব্যর্থক। রাসেলকে আমার মনে আছে বললে বোঝায় না যে, ব্যক্তি রাসেল আমার মনের মধ্যে আছে। কাজেই বার্কলে যখন বলেন যে গাছটি অবশ্যই আমার মনের মধ্যে থাকবে, যদি আমরা এটিকে জানি তখন বার্কলের কেবল এটুকু বলার অধিকার থাকবে যে গাছটির একটি চিন্তা আমার মনে আছে। কাজেই ধারণা শব্দের বিভ্রান্তি বার্কলের বক্তব্যকে ত্রুটিপূর্ণ করেছে।

(2) রাসেল মনে করেন, 'ধারণা' শব্দের বার্কলীয় অর্থ ধরলে বলা যাবে যে মনের সামনে কোনো ধারণা উপস্থিত হলে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি বিষয়ের বিবেচনা করতে হবে। একদিকে থাকবে সেই বস্তুটি যার বিষয়ে আমরা সচেতন, যেমন আমার টেবিলের বাদামি রঙ। অন্যদিকে বাস্তবিক অবগতি বা সচেতনতা। মানসিক ক্রিয়াটি নিঃসন্দেহে মানসিক। রাসেলের প্রশ্ন হল, এমনকি কোনো যুক্তি আছে যাতে মনে করা যায় যে, অবগতির বিষয়টিও মানসিক? বার্কলে 'বোঝার বিষয়' এবং 'বোঝার কাজ' এই দুটিকে মিশিয়ে ফেলেছেন।

(3) রাসেল বলেন, যদি কোনো জিনিস ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয় তাহলে কোনো-না-কোনো মন ওই বস্তুটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবে। কিন্তু এ কথা যৌক্তিকভাবে অনুসৃত হয় না যে ওই বস্তুটি থাকতে পারত না যদি না তা ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয় (A History Western Philosophy)।

মুরের বক্তব্য ঃ

প্রখ্যাত কেমব্রিজ দার্শনিক জি. ই. মুর তাঁর প্রবন্ধ 'Refutation of Idealism' (1903)-এ বার্কলের Esse Est Percipi সূত্রটির ব্যাপক সমালোচনা করেছেন। আমরা দু-একটি সমালোচনা বেছে নেব।

(1) মুর মনে করেন যে, 'Percipi' কথাটির মৌলিক অর্থ হল 'সংবেদন', কিন্তু শব্দটিকে এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে তা চিন্তাসহ সকল ধরনের অভিজ্ঞতাকে বোঝায়। যদি 'Percipi' শব্দটিকে ওই একটি অর্থে প্রয়োগ করা হয় তথাপি বাক্যের সংযোজক 'est' বা 'is' বিষয়ে প্রশ্ন উঠবে। কারণ

1 'All objects are eternally known by God, or which is the same thing, have an eternal existence in his mind; but when things before imperceptible to creatures are, by a decree of God, made perceptible to them; then they are said to begin a relative existence, with respect to created mind'. (D. 3, II)

Scanned with CamScanner

'is' শব্দের প্রয়োগে তিনটি অর্থ পাওয়া যায়— (a) উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্পূর্ণ অভিন্নতা (Identity), (b) আংশিক অভিন্নতা (Partial Identity) এবং (c) উদ্দেশ্য থেকে বিধেয়ের অনুমান (Inference from subject to predicate)। (a) গ্রহণ করলে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ অভেদ মানলে esse এবং percipi সম্পূর্ণ সমার্থক হয়ে পড়ে এবং বাক্যটি সংজ্ঞায় পরিণত হয়, যা একটি মন্দ সংজ্ঞা। প্রকৃতপক্ষে esse এবং percipi সমতুল্য নয়। (b) গ্রহণ করলে percipi হবে esse-র সঙ্গে আংশিকভাবে অভিন্ন, ঠিক যেমন প্রাণীত্ব হল মানুষের জাত্যার্থের অংশ। কিন্তু সেক্ষেত্রে 'প্রত্যক্ষিত হওয়া' (percipi) থেকে অস্তিত্বকে (ess) অনুমান করা যাবে না। ঠিক যেমন কোনো সত্তার মধ্যে প্রাণীত্বের উপস্থিতি থেকে মনুষ্যত্বকে অনুমান করা যায় না। কোনো বস্তু চেতনার বিষয় হলেই সেটিকে অস্তিত্ববান বলা যায় না। (c) গ্রহণ করলে বলা যাবে, যদিও esse-র অর্থ percipi দিয়ে গঠিত নয়, তথাপি তাদের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। কোনো কিছু অস্তিত্ববান নয় যদি না প্রত্যক্ষিত হয়। এটাই ভাববাদীর বক্তব্য। এই বক্তব্য মানলে বার্কলের সূত্রবাক্যটি আবশ্যিক এবং সংশ্লেষক হয়ে পড়ে। কারণ দুটি পৃথক অর্থ যুক্ত পদের মধ্যে আবশ্যিক সম্পর্কের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে বাক্যটি স্বতঃসত্য (self evident) হবে যাকে প্রমাণ করার জন্য কোনো যুক্তির প্রয়োজন হবে না। কিন্তু বার্কলে নানা যুক্তি সাজিয়ে বাক্যটিকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

(2) মুরের মতে, esse est percipi মিথ্যা হবে যদি দেখানো যায় যে, 'esse' (অস্তিত্ব বা সত্তা) এবং 'percipi' (প্রত্যক্ষিত হওয়া) দুটি ভিন্ন পদ, ঠিক যেমন 'সবুজ' এবং 'মিষ্ট' পরস্পর ভিন্ন। সেক্ষেত্রে ভিন্ন পদ দুটি আবশ্যিকভাবে যুক্ত হতে পারে না। নীল রঙের সংবেদন ও সবুজ রঙের সংবেদন পরস্পর থেকে পৃথক। তাদের পার্থক্য সংবেদনের বিষয়ের দিক থেকে (নীল ও সবুজ), সংবেদনের দিক থেকে নয়। প্রতিটি সংবেদনের ক্ষেত্রে দুটি পৃথক উপাদান থাকে—(a) চেতনা, যা সব সংবেদনের ক্ষেত্রেই একরূপ; এবং (b) বিষয়বস্তু, যেদিক থেকে সংবেদনগুলি পরস্পর থেকে পৃথক। কাজেই বার্কলের ভ্রান্তি হল সংবেদন ও বিষয়ের মধ্যে তাদাত্ম্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করা।

■ **পেরীর বক্তব্য ঃ**

আমেরিকান দার্শনিক র‍্যালফ্ বারটন পেরী বার্কলের সূত্রটির বিরুদ্ধে 'আত্মকেন্দ্রিকতার দোষ' (fallacy of ego-centric predicament)-এর অভিযোগ করেছেন। দার্শনিক যখন এমন অবস্থায় পড়েন যেখানে বস্তু সম্পর্কিত তাঁর জ্ঞানটি তাঁর নিজের অহং বা আত্মার চারপাশে ঘুরছে তখন এই দোষ আসে। যদি তিনি জানতে চান বস্তুর অস্তিত্ব আছে কি-না, যদি থাকে তাহলে সেগুলি কীভাবে আছে, তাহলে বস্তুগুলিকে নিজের আত্মার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, সেগুলিকে আত্মার জ্ঞানের বিষয় করতে হবে। কাজেই অজ্ঞাত এবং মনের সঙ্গে অযুক্ত কোনো বস্তুর অস্তিত্ব এবং স্বরূপকে জানা সম্ভব নয়। বার্কলে এদিক থেকে যুক্তি সাজিয়েছেন। যা জানা যায়নি তার সম্বন্ধে কোনো কিছু জানা সম্ভব নয়, বা যা জ্ঞাত নয় তার বিষয়ে কোনো উক্তি করা যায় না—বার্কলের এই বক্তব্য সত্য। কিন্তু ওই বাক্য দুটি থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন—যাকে জানা হয়নি তার অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

2.5 বার্কলের দর্শনে ঈশ্বরের ভূমিকা [Role of God in Berkeley's Philosophy]

> ফিলোনাস ঃ আমি সিদ্ধান্ত করি যে, এমন এক মন আছে যা প্রতি মুহূর্তে আমি যে সকল ইন্দ্রিয়লভ্য সংবেদনগুলি প্রত্যক্ষ করি তা দিয়ে আমাকে প্রভাবিত করে এবং এগুলির বৈচিত্র্য, শৃঙ্খলা এবং ভঙ্গিমা থেকে আমি সিদ্ধান্ত করি যে, এগুলির স্রষ্টা হলেন প্রাজ্ঞ, শক্তিমান এবং শুভ যা বোধকে অতিক্রম করা যায়।[1] (Dialogue-II)

1. 'Philonous : From all which, I conclude, there is a mind which affects me every moment with all the sensible impressions I perceive. And from the variety, order and manner of these, I conclude the author of them to be wise, powerful and good, beyond comprehension.' (Dialogue II)

Scanned with CamScanner

অনেকে এমন মনে করেন যে, বার্কলে নিজের ভাববাদী বক্তব্যকে অহংবাদের (Solipsism) পরিণতি থেকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বরের প্রকল্প রচনা করেছিলেন। কিন্তু বস্তুতপক্ষে একাধিক যুক্তির সাহায্যে বার্কলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। ওই যুক্তিগুলি জড়িত আছে ধারণা গ্রহণ ও গঠন, প্রাকৃতিক নিয়ম, মঙ্গল-অমঙ্গলের বিষয়, অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর প্রভৃতি বিষয়ে ঈশ্বরের ভূমিকার সঙ্গে।

বার্কলের মতে, ঈশ্বর হলেন সব কিছুর স্রষ্টা, প্রাজ্ঞ, শক্তিমান এবং শুভ। তিনি সীমিত সত্তার বোধের সীমাকে অতিক্রম করে যান। ঈশ্বর হলেন আত্মা (spirit)। যদি মনে করা হয় যে, ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করেন তাহলে বলতে হবে তাঁর চেয়ে শক্তিশালী কোনো কর্তার কাছ থেকে ঈশ্বর নিষ্ক্রিয়ভাবে ধারণা গ্রহণ করেন। কাজেই ঈশ্বরের স্বরূপের প্রকাশ প্রত্যক্ষের মধ্যে নয়, ইচ্ছার (volition) মধ্যে বর্তমান। বার্কলে বলেছেন, "The Spirit – the active thing – that which is soul and God – is the will alone." কাজেই ঈশ্বরের মনে যে ধারণা আছে তার অস্তিত্ব হল এই যে এগুলি তার ইচ্ছার মধ্যে আছে।

25 নভেম্বর 1729 খ্রিস্টাব্দে স্যামুয়েল জনসনকে একটি পত্রে বার্কলে লিখেছিলেন, 'আমি বলতে পারি যে, ঈশ্বরের পূর্ণতার পক্ষে এ কথা অমর্যাদাকর হবে না যে সকল বস্তুই আবশ্যিকভাবে তাদের রক্ষাকারী ও সৃষ্টিকারী ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে, এবং সমগ্র প্রকৃতি শূন্যতায় পর্যবসিত হবে যদি না প্রথম স্রষ্টার দ্বারা সমর্থিত ও সংরক্ষিত হয়। আমি নিশ্চিত যে এই বক্তব্য পবিত্র ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে সহমত'।[1]

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য বার্কলে এমন ধরনের যুক্তির সন্ধান করেছেন যেগুলি অভিজ্ঞতাবাদী আশ্রয়বাক্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হবে। বার্কলে বলেন, নিজের আত্মার বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং তার ক্ষমতাগুলি ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে নিয়ে অপূর্ণতাগুলি দূর করে আমরা ঈশ্বরের ধারণা পাই। কিন্তু তিনি সত্তাতাত্ত্বিক যুক্তির (ontological argument) পক্ষপাতী ছিলেন না। ঈশ্বরের ধারণা থেকে তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা অবাস্তব। কেউ বলতে পারেন, (হবস বলেছিলেন) আমার মনে ঈশ্বরের ধারণা নেই। বার্কলে যেহেতু ধারণাকে ইন্দ্রিয়ের সামনে উপস্থিত অথবা কল্পনায় পুনরুজ্জীবিত বলে মেনেছিলেন তাই ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক সত্তা বিষয়ে কোনো ধারণা থাকে না।

বার্কলের দুটি প্রধান যুক্তির কথা বলা যায়—

● **নিরবচ্ছিন্নতা বিষয়ক যুক্তি ঃ** নিরবচ্ছিন্নতা বিষয়ক যুক্তিটিকে (The Continuity Argument) কয়েকটি স্তরের মধ্যে স্থাপন করা যায়—

(a) কোনো ধারণা এবং ধারণাগুচ্ছ কখনোই কোনো চেতন সত্তার দ্বারা পর্যবেক্ষিত না হলে অস্তিত্ববান হয় না।

(b) বাস্তব বস্তুগুলি হল ধারণার সমষ্টি এবং তাই কোনো চেতনসত্তা দ্বারা পর্যবেক্ষিত হলে তবেই তা অস্তিত্ববান হয়।

(c) বস্তু বা বিষয়গুলি এমন অনেক সময় বিদ্যমান থাকে যখন সসীম মন যেগুলিকে প্রত্যক্ষ করে না;

(d) সুতরাং, এক অথবা একাধিক অসীম চেতনার অস্তিত্ব থাকবে যিনি বা যাঁরা বস্তুগুলিকে সেই কালে প্রত্যক্ষ করবেন, অন্যথায় বস্তুর নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্বকে প্রমাণ করা যাবে না। এই অসীম মনকে বার্কলে ঈশ্বর আখ্যা দেবেন।

● **নিষ্ক্রিয়তার যুক্তি ঃ** নিষ্ক্রিয়তার এই যুক্তিটিকে (The Passivity Argument) সাজিয়ে নেওয়া যায়—

(a) আমার মনে এমন অনেক ইন্দ্রিয়লব্ধ ধারণা উপস্থিত হয়, যেগুলি আমার ইচ্ছা অনুসারে ঘটে না; অর্থাৎ সেগুলির কারণ আমি নই।

---

1 'For aught I can see, it is no disparagement to the perfections of God to say that all things necessarily depend on Him as their Conservator as well as Creator, and that all nature would shrink to nothing, if not upheld and preserved in being the same force that first created it. This I am sure is agreeable to Holy Scripture.' (Letter to Johnson, Woozley edited The Principles)

(b) আমার মনে যে ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে সেটি অবশ্যই কোনো না কোনো চেতন সত্তার দ্বারা সৃষ্ট হচ্ছে যিনি হলেন ঈশ্বর।

■ প্রকৃতির নিয়ম ও সৌন্দর্যবিষয়ক যুক্তি (Argument Based on Laws and Beauty of Nature)

জগতে আমরা যে সকল বস্তু দেখি, প্রকৃতির যে সকল সৃষ্টি দেখি সেগুলি কোনো সীমিত মনের দ্বারা সৃষ্ট নয় বা মানুষের ইচ্ছাধীন নয়।[1] জগৎ জুড়ে যে শৃঙ্খলা, প্রকৃতির যে সৌন্দর্য সেইসব বিষয়গুলি দেখায় যে সেগুলি কোনো অসীম প্রাজ্ঞ এবং পূর্ণ সত্তা দ্বারা সৃষ্ট। আমরা ঈশ্বরকে দেখি না, তেমনি সীমিত আত্মাগুলিকেও দেখি না। ঠিক যেমন সীমিত আত্মাগুলিকে নানা সীমিত ধারণার সম্মেলন হিসেবে অনুমান করি। তেমনি জগতের নানা ক্ষেত্রে দৈব ধারণার প্রকাশ দেখে ঈশ্বরকে অনুমান করি। দেখা গেল যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য বার্কলে সত্তাতাত্ত্বিক যুক্তির মতো কোনো পূর্বতোসিদ্ধ যুক্তি ব্যবহার করেননি, বা কোনো ধর্মীয় অনুভূতির কাছে আবেদন করেননি। তাঁর অভিজ্ঞতাভিত্তিক যুক্তি মূলত কারণিক যুক্তির আকার নিয়েছে। তিনি জগতের সৌন্দর্য, শৃঙ্খলার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে উদ্দেশ্যভিত্তিক যুক্তির প্রয়োগ করেছেন।

কিন্তু অবিশ্বাসী মন জগতে অমঙ্গল এবং অপূর্ণতার উপস্থিতি লক্ষ করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করতে পারে। কিন্তু বার্কলের মতে, আপাতদৃষ্টিতে যেসব বিষয়কে অমঙ্গল বলে মনে করা হয় সেগুলি আসলে বৃহত্তর জগৎ কাঠামোর মধ্যে শুভফল প্রদান করে। মানুষের নৈতিক অধঃপতন এবং স্বেচ্ছাচারের জন্যই অমঙ্গলের উৎপত্তি হয়। ঈশ্বর সম্পর্কে আমরা যেসব বিশেষণ প্রয়োগ করি সেগুলি কখনোই সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় না যা মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। বার্কলের বক্তব্য যেন এক্ষেত্রে স্পিনোজার সুপরিচিত সূত্র "All determination is negation"-এর কাছে চলে আসে।

প্রশ্ন ওঠে যে, ঈশ্বর বিষয়ক বার্কলের বক্তব্য তাঁর জ্ঞানতত্ত্বের মৌলিক বক্তব্যগুলির সঙ্গে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ।

প্রথমত, ঈশ্বরের প্রকল্প গঠন করার সঙ্গে সঙ্গেই বার্কলের বক্তব্যের মধ্যে একধরনের অন্তর্বিরোধ দেখা দিয়েছে। যদি লকের বক্তব্যের মতোই বার্কলের এই বক্তব্য সত্য হয় যে, মনের সঙ্গে কেবল ধারণারই পরিচয় ঘটে, তাহলে আমরা কীভাবে জানতে পারি যে ঈশ্বর আছেন এবং তিনিই আমার ধারণাগুলির কারণ? যা কিছু মনের সঙ্গে যুক্ত তা মন-নির্ভর, এই সূত্র মানলে ঈশ্বরও আমাদের মন-নির্ভর হয়ে পড়েন। অভিজ্ঞতায় না পেয়েও যদি ঈশ্বরকে জানা যায়, তাহলে লকের বিরুদ্ধে বার্কলের অভিযোগটি কেন আত্মঘাতী হবে না যে জড়ের তথা বিমূর্ত ধারণার অস্তিত্ব নেই কারণ তা প্রত্যক্ষ করি না। ফলে আমাদের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার কারণ হিসেবে ঈশ্বরকে উপস্থিত করে বার্কলে নিজের দর্শনের প্রাথমিক সূত্রটিকে বর্জন করেছেন।

দ্বিতীয়ত, কোনো কোনো লেখক ঈশ্বর প্রসঙ্গে একটি বৃহত্তর অসুবিধার কথা বলেছেন। বার্কলের মতে, ঈশ্বর প্রয়োজনবোধে অলৌকিক ঘটনা (Miracle) সম্ভব করেন, যা প্রকৃতির একরূপতাকে অস্বীকার করে। অন্যদিকে বার্কলে এ কথা মনে করেন যে, প্রকৃতিতে একরূপতাই হল ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার প্রকাশ। ফলে দুটি বক্তব্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে। J. O. Urmson মনে করেন যে, বার্কলে সমস্যাটির গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন।[2] সুতরাং লকের দর্শনে অজ্ঞাত জড় দ্রব্য যে সমস্যার সৃষ্টি করে বার্কলের ঈশ্বরও সেই ধরনের সমস্যাকে পরিহার করতে পারেন না।

1 '... it is evident to everyone that those things which are called the Works of Nature—that is the far greater part of the ideas or sensations peceived by us—are not produced by, or dependent on the wills of men. There is therefore some other spirit that causes them—since it is repugnant that they should subsist by themselves.' (P-1, Para-146)

2 'As we know, Berkeley deliberately abstained from discussing these problems in his published works, and we do not know whether he would have discussed them in the projected second part of the Principle.' (P-66, Berkeley, J. O. Urmson)

Scanned with CamScanner

2.6 বার্কলে ও ভাববাদ [Berkeley and Idealism]

> ... একটি ধারণার অস্তিত্ব হল সেটির প্রত্যক্ষিত হওয়া।
> ... আমাদের কোনো চিন্তা, কোনো তাড়না, কল্পনায় তৈরি কোনো ধারণা কোনোটিই মন ছাড়া থাকতে পারে না। যে কেউ স্বজ্ঞামূলক জ্ঞানে পেতে পারে যে, যখনই ইন্দ্রিয়লব্ধ বস্তু সম্পর্কে অস্তিত্ব শব্দটি প্রয়োগ করা হয় তখনই তা বোঝা যায়। (Principles, P-1, Para-66)[1]
> ... ফিলোনস ঃ আমি কি দুধরনের অবস্থা স্বীকার করিনি, একটি হল অনুকরণ বা প্রাকৃতিক, অপরটি হল আদর্শ এবং শাশ্বত? প্রথমটির সৃষ্টি কালে, পরেরটি ঈশ্বরের মনে স্থায়ীভাবে অস্তিত্ববান। (Dialogue III)[2]

'ভাববাদ' শব্দটি বিভিন্ন প্রসঙ্গে একাধিক অর্থে ব্যবহার করা হয়। দর্শনের আলোচনায় সাধারণভাবে ভাববাদ বলতে সেই তত্ত্বকে বোঝায় যেখানে বলা হয়েছে, যা কিছুর অস্তিত্ব আছে অথবা যাই হোক না কেন যা কিছুকে অস্তিত্ববান বলে জানা যায়, তা মনোগত বা মানসিক (mental)।[3]

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাসে বার্কলেকে ভাববাদের রূপকার বলে অনেকে মনে করেন। লকের কাছে বড়ো সমস্যা ছিল, কীভাবে মন থেকে বস্তুতে উপনীত হওয়া যাবে? তিনি ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ বিষয়কে 'ধারণা' বলে চিহ্নিত করেছিলেন এবং তাই এক স্থায়ী ও অপরিহার্য জ্ঞানতাত্ত্বিক সংকটের সৃষ্টি হয়। মন ও বস্তুর মধ্যে ধারণা উপস্থিত থাকার জন্য এবং সাক্ষাৎভাবে কেবল ধারণার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য লক্ বাহ্যবস্তুকে স্বীকার করেও বললেন—আমরা জানিনা সেটা কেমন। লকের পথে অগ্রসর হয়ে বার্কলে ধারণাতেই থামলেন, ধারণাকেই বস্তু বললেন। ফলে জগৎ তৈরি হল জ্ঞাতার মন ও তার ধারণা দিয়ে। এখানেই ভাবাবাদের সূচনা—একদিকে জড় বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার এবং অপরদিকে 'অস্তিত্ব হল প্রত্যক্ষিত হওয়া' এই সূত্রকে প্রতিষ্ঠা করা। কেবলমাত্র জড় বস্তুর অস্তিত্ব খণ্ডন করলেই ভাববাদে যৌক্তিকভাবে উপনীত হতে হবে এমন নয়। হিউম জড় বস্তু ও অজড় বস্তু বা মন উভয়কেই বহিষ্কার করে সংশয়বাদে উপনীত হয়েছিলেন।

বার্কলে ভাববাদী এজন্য তিনি সীমিত মনসমূহ, অসীম মন এবং ধারণা ব্যতীত অন্য কিছু অর্থাৎ জড় বস্তু স্বীকার করেন না। লক প্রতিষ্ঠিত অভিজ্ঞতাবাদের মূল সূত্রগুলিকে ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করেই বার্কলের ভাববাদ গড়ে উঠেছে। কোনো কিছুকে জানার জন্য কোন্ কোন্ শর্ত পূরণ করতে হবে তা বিচার করলে ভাববাদে উপনীত হওয়া যায়।

বার্কলে প্রথমে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, আমাদের সংবেদনগুলি আমাদের মন-নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করতে পারে না। এগুলি অবশ্যই এক অর্থে মনের মধ্যে (in the mind) থাকবে। প্রশ্ন উঠবে, সংবেদনলব্ধ বস্তু বলতে কী বোঝায়? ফিলোনসের এই প্রশ্নের উত্তরে হাইলাস বলেছেন, যে এগুলিকে আমরা সাক্ষাৎভাবে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য প্রত্যক্ষ করে পাই সেগুলি সংবেদন লব্ধ বস্তু। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে আমাদের কাছে কয়েকটি গুণ ভেসে আসে। যেমন—বর্ণ, স্বাদ, স্পর্শ ইত্যাদি। যদি ওই সংবেদনিক গুণগুলিকে সরিয়ে

---

1. '...the existence of an idea consists in being perceived.' 'That neither our thoughts, nor passions, nor ideas formed by the imagination, exist without the mind, ...I think an intuitive knowledge may be obtained of this by any one that shall attend to what is meant by the term exist when applied to sensible things.' (Principles, P-i, Passage-66)
2. 'Philonous : Do I not acknowledge a twofold state fo things, the one ectypal or natural, the other archetypal and eternal? The former was created in time; the latter existed from everlasting in the mind of God.' (Dialogue III)
3. 'The word 'IDEALISM' is used by different philosophers in some what different senses. We shall understand by it the doctrine that whatever exists, or at any rate whatever can be known to exist, must be in some sense mental. [illegible] Philosophy, Bertrand Russell)

Scanned with CamScanner

নেওয়া যায় তাহলে আর কোনো কিছু (বস্তু বা জড়) অস্তিত্ব থাকে না। বার্কলে মনে করেন যে, 'অস্তিত্ব' শব্দটির অর্থের দিকে লক্ষ করলে বিষয়টি বোঝা যায়। যে টেবিলের ওপর আমি লিখছি, আমি বলি সেটির অস্তিত্ব আছে, অর্থাৎ আমি এটি দেখছি, শব্দ শুনছি, অনুভব করছি। যদি আমি ঘরের বাইরে যাই তবে বলব এটি অস্তিত্ববান ছিল, অর্থাৎ ঘরের মধ্যে থাকলে দেখতে পেতাম, অথবা অন্য কোনো মন এটিকে প্রত্যক্ষ করে। 'অস্তিত্ব' শব্দের অন্য কোনো অর্থ নেই। যদি ভিন্ন অর্থ থাকে তাহলে পাঠকের দায়িত্ব তা সামনে আনা। এমনকি যদি এমন কল্পনা করতে চাই যে, টেবিলটি সকল প্রকারের প্রত্যক্ষগত সম্পর্কের বাইরে অবস্থান করছে, তাহলে অবশ্যই এটাও কল্পনা করব যে টেবিলের ওই অবস্থানটি আমি অথবা অন্য কেউ প্রত্যক্ষ করছে। কাজেই প্রচ্ছন্নভাবে আমি এক প্রত্যক্ষকারী কর্তাকে উপস্থিত করছি, যদিও নিজেকে ওই কর্তা বলতে চাইছি না।

এই পর্বের বক্তব্যগুলি যুক্তির আকারে সাজিয়ে নেওয়া যায়—(i) কোনো বস্তুর, যেমন টেবিল, গাছ ইত্যাদি, অস্তিত্বকে বর্ণনা করতে গেলে কতকগুলি সংবেদন পাওয়া গুণের কথা সাক্ষাৎভাবে এসে পড়ে, যেমন—দেখা, শোনা ইত্যাদি। (ii) সংবেদনে পাওয়া গুণগুলি দ্রষ্টা হিসেবে আমার বা অন্য কারো মনের সঙ্গে যুক্ত অথবা নির্ভরশীল। (iii) অতএব কোনো বস্তুর অস্তিত্ব মনের ওপর নির্ভরশীল। মন থেকে বিচ্ছিন্ন মানসিক গুণ থাকতে পারে না। কাজেই দ্রষ্টা ও তার মনে উপস্থিত সংবেদন বা ধারণাগুলিই কেবল অস্তিত্ববান। যদি কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকে তবে তা অবশ্যই মনের সঙ্গে যুক্ত হবে। অস্তিত্ববান থাকার আবশ্যিক সম্বন্ধ হল মনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। তা যদি হয় তাহলে মনের সঙ্গে যুক্ত না হলে অস্তিত্ববান থাকবে না। এখানে বার্কলের জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাববাদের প্রতিষ্ঠা হল। Esse est Percipi সূত্র ভাববাদকে পরিণতি দেয়।

অনেক সময় দুর্বল ও সবল ভাববাদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। প্রথমটি অনুযায়ী, এমনকি যদি অপ্রত্যক্ষিত বস্তুর অস্তিত্ব থাকেও, আমাদের কাছে এমন কোনো যুক্তি নেই যার সাহায্যে ওই বিষয়ে বিশ্বাস করতে পারব। সবল ভাববাদের দাবি হল যে, যৌক্তিকভাবে এটি অসম্ভব যে, অপ্রত্যক্ষিত বস্তু থাকবে, ওই অস্তিত্বের দাবিটি স্ববিরোধী (contradiction)। বার্কলের বক্তব্যকে সবল ভাববাদী বক্তব্য বলা যায়।

বার্কলের মতে লকের দর্শনে জড় দ্রব্যের ধারণাটি একটি অসমালোচিত বক্তব্য হয়ে রয়েছে। অ্যারিস্টটলের বুদ্ধিবিদ্যার প্রভাবে দার্শনিকরা ধরে নিয়েছিলেন যে যদি গুণ থাকে তাহলে তার আধাররূপী দ্রব্যও থাকবে। এই আধারটি হবে স্থায়ী, স্ব-অস্তিত্ববান দ্রব্য। তবে লক দ্রব্যকে গুণের অজ্ঞাত আধার বলে মেনেছিলেন। এই জড় দ্রব্যের গুণগুলির মধ্যে কতকগুলি এমনই যে, তাদের দ্রব্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এগুলি বস্তুর শক্তি, এই গুণগুলির ধারণার সঙ্গে দ্রব্যের সাদৃশ্য থাকে। কিন্তু বস্তুর শক্তির প্রভাবে আমাদের মনে গৌণ অর্থে রূপ, রস, স্বাদ, স্পর্শ, গন্ধ প্রভৃতি গুণের সৃষ্টি হয়। এগুলি বস্তুর শক্তি নয়, বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়, দ্রষ্টার সঙ্গে সাপেক্ষভাবে থাকে, বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্য যুক্ত নয়। এগুলি গৌণ গুণ। জড় দ্রব্য মুখ্য গুণের আধার। বার্কলে জড় দ্রব্যের অস্তিত্ব খণ্ডন করলেন। ভাষাগত বিভ্রান্তির কারণে আমরা প্রত্যক্ষলব্ধ গুণগুলির স্থায়ী আধার হিসেবে জড় দ্রব্য রূপে স্বীকার করি এবং বিমূর্ত ধারণা হিসেবে জড় দ্রব্য শব্দ ব্যবহার করি। কিন্তু অন্তর্দর্শনে ধরা পড়ে যে, আমাদের সকল ধারণাই হল বিশেষ। তথাকথিত ত্রিভুজ, যা সমবাহু বা বিষমবাহু বা অসমবাহু কোনো ত্রিভুজ নয়, আমরা মনের মধ্যে খুঁজে পাই না। বিমূর্ত ধারণা বর্জন করলে জড় দ্রব্যও বর্জিত হয়। তা ছাড়া মুখ্য ও তথাকথিত গৌণের লক কৃত ভেদ আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। মুখ্য ও গৌণ উভয়গুণই পরিস্থিতি, দৃষ্টিকোণ ইত্যাদি ভেদে ভিন্ন হয়ে যায়। মুখ্য গুণ ও দ্রব্যের সঙ্গে মনের সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকার জন্য মুখ্য গুণের ধারণার সঙ্গে দ্রব্যের সাদৃশ্য দাবি করা হল স্ববিরোধিতা। কাজেই জড় বস্তু বলে কিছু নেই, আছে কেবল মন এবং ধারণা।

প্রশ্ন ওঠে যে, সব কিছুই যদি দ্রষ্টার মনের ধারণা হয় তাহলে বস্তুর নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্ব, সংবেদনের শক্তি, জগতের সৌন্দর্য এগুলিকে কি ব্যাখ্যা করা যাবে? বার্কলের বক্তব্য সাধারণের কাণ্ডজ্ঞানের বিরোধী হওয়ায় গ্রহণযোগ্য হয় না। 'The Principles' গ্রন্থে বার্কলে নিজের বক্তব্যের বিরুদ্ধে ওই জাতীয় অন্তত বারোটি সমালোচনা উপস্থিত করে তা খণ্ডন করেছেন— "All this sceptical cant follows from

Scanned with CamScanner

our supposing a difference between things and ideas, and that the former had a subsistance without mind or unperceived." (The Principles of Human Knowledge, Page-108)

বার্কলে মনে করেন যে তাঁর বক্তব্যের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ উঠতে পারে যে সকল বাস্তব ও দ্রব্যাত্মক বিষয়গুলি জগত থেকে নির্বাসিত হবে এবং তার বদলে কাল্পনিক ধারণার জগত তৈরি হবে। আমরা বস্তুগুলিকে আমাদের বাইরে এবং আমাদের থেকে দূরে অবস্থিত বলে দেখি। তাহলে কীভাবে সেগুলিকে আমাদের মনের ধারণা বলতে পারব? বার্কলের তত্ত্ব মানলে বলতে হবে, যে বস্তুগুলি প্রতি মুহূর্তে ধ্বংস হয়, আবার সৃষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়ের বিষয় তখন থাকবে যখন সেটিকে প্রত্যক্ষ করা হয়। আমি চোখ বুজলে আমার ঘরের আসবাবপত্রগুলি আর থাকবে না। এই ধরনের সমালোচনা বার্কলের আত্মগত ভাববাদকে অহংসর্বস্ববাদের পরিণতি দেয়।

বার্কলে প্রতিটি অভিযোগের পৃথক উত্তর দিয়েছেন 'The Principles of Human Knowledege' গ্রন্থের 34 থেকে 67 নং প্যারাগ্রাফে। ওই উত্তরের মূল বক্তব্যটি 36 নং প্যারাগ্রাফে রয়েছে বলে মনে হয়। তাঁর মতে, জগতে আধ্যাত্মিক দ্রব্যসমূহ, মনগুলি অথবা মনুষ্য আত্মাগুলি রয়েছে। এইগুলি ইচ্ছামতো নিজেদের মধ্যে ধারণাসমূহকে পেতে ইচ্ছা করবে বা উত্তেজিত করবে। কিন্তু এই ধারণাগুলি দুর্বল, ম্রিয়মাণ এবং নড়বড়ে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাইরে থেকে যেসব ধারণা সংগ্রহ করি তাদের সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায় যে, আমাদের ধারণাগুলি কতটা দুর্বল। বাইরে থেকে প্রকৃতির আইন বা নিয়মের সাহায্যে বাইরের ধারণা ইন্দ্রিয়ের ওপর এসে পড়ে। এগুলি এমনই এক মনের ক্রিয়ার ফল, যে মন মানুষের মনের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ও প্রাজ্ঞ।[1] এই মনের ধারণা হল জগতের সবকিছু, এগুলি শক্তিশালী ঐশ্বরিক মননির্ভর।

বার্কলে তাই বস্তুর অস্তিত্বকে দ্রষ্টার বা আমার প্রত্যক্ষ না বলে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষনির্ভর বলবেন। কিন্তু ঈশ্বরের মনের আগমন সমস্যার সমাধান করে না। বার্কলের অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানতত্ত্বের দিক থেকে প্রশ্ন উঠবে অজ্ঞাত ঈশ্বরের ধারণা কীভাবে মনে এলো? ঈশ্বরের অস্তিত্বও তাই কারো মন নির্ভর হবে। এখানে বার্কলে লকের অজ্ঞাত দ্রব্যের মতোই অজ্ঞাত ঈশ্বরকে দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে চাইলেন। আমাদের প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের প্রত্যক্ষে অংশগ্রহণ। আত্মগত ভাববাদ বস্তুগত ভাববাদে এসেও সমস্যা মুক্ত হয়নি। আত্মকেন্দ্রিকতা, জগতের নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্ব, উদ্দীপকের তীব্রতা ইত্যাদি সমস্যার মীমাংসার জন্য বার্কলে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষকারী বা দ্রষ্টা হিসেবে উপস্থিত করার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এসেছে তার দর্শনের ত্রুটি এবং আত্মবিরোধিতা।

প্রথমত, মনের সঙ্গে কেবল নিজের অভিজ্ঞতার পরিচয় আছে। লকের এই অভিজ্ঞতাবাদী পরিচালন-সূত্র বার্কলের কাছেও সমান গুরুত্ব পেয়েছিল। এর সাহায্যেই তিনি ভৌত দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিলেন, বিমূর্ত ধারণা বর্জন করেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের ধারণার আগমনে প্রশ্ন ওঠে, আমরা কীভাবে জানব যে ঈশ্বর আছেন আমাদের প্রত্যক্ষের জগতের সব কিছুর কারণ? ঈশ্বর যদি ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সমষ্টি না হন তাহলে এই মৌল সূত্রটি বাতিল হয়ে যায় যে আমাদের কাছে সাক্ষাৎভাবে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা উপস্থিত থাকে? ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে যদি ঈশ্বরকে জানা যায় তাহলে জড় বস্তুর অস্তিত্বকেও সেইভাবে জানা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, বার্কলের ভাববাদের মূল সূত্রটি মানলে আমার মনের বাইরে যে অসংখ্য অন্য মন আছে তাদের অস্তিত্বও অস্বীকার করা যায় না। একটি টেবিলের প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে যেমন ইন্দ্রিয় সংবেদন নির্ভরতা স্বীকার করা হয় অন্য ব্যক্তিদের দেহের প্রত্যক্ষও সেভাবে সংগঠিত বলে মানতে হবে।

1 'These latter are said to have more reality in them then the former;—by which is meant that they are more affecting, orderly, and distinct, and that ...
perceiving them.' (Princi...

Scanned with CamScanner

2.7 বার্কলে এবং অহংসর্বস্ববাদ [Berkeley and Solipsism]

বার্কলের ভাববাদী বক্তব্যের পরিণতি অহংসর্বস্ববাদ (Solipsism) এমন দাবি করা হয়েছে। ইংরেজি 'Solipsism' শব্দটি লাতিন 'Solus' (কেবলমাত্র) এবং 'ipse' (আত্মা বা অহং) শব্দ দুটির সহযোগে গঠিত। সাধারণভাবে এই দৃষ্টিকোণকে অহংসর্বস্ব বলার কারণ হল আত্মা বা অহম্‌কে চূড়ান্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। সলিপসিজম্‌কে তাই বলা হয় মাইসেলফ্-এলোন-ইজম্, অর্থাৎ কেবলমাত্র আমি এই দৃষ্টিকোণ। এই বক্তব্যের একটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ভাষ্য অনুযায়ী দাবি করা হয়, আমিই হলাম একমাত্র মন যার অস্তিত্ব আছে। জড় বস্তুসমূহ অন্যান্য দেহসমূহ আমার থেকে পৃথকভাবে আছে বটে, কিন্তু আমার মনই হল কেবল অস্তিত্ববান। অন্যদিকে, সবল ভাষ্য অনুযায়ী জড় বস্তুসমূহ, অন্যান্য দেহ কোনো কিছুরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, এগুলির কেবল আমার ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বিষয় হিসেবে অস্তিত্ব। আমার মন থেকে পৃথক মনের অস্তিত্ব মানার পক্ষে উপযুক্ত যুক্তি নেই। কাজেই আমার দাবি হবে যে কেবল আমার মনই আছে। মনের সঙ্গে কেবল তার নিজের ধারণারই পরিচয় থাকে—এ কথা মানলে বলা যাবে যে যা কিছু আছে তা হল কেবলমাত্র আমার মন এবং তার ধারণাসমূহ।

এখন প্রশ্ন হল, বার্কলের জ্ঞানতাত্ত্বিক আশ্রয়বাক্যগুলিকে স্বীকার করলে কি বলা যাবে যে তিনি অহং সর্বস্ববাদের পরিণতিকে এড়িয়ে যেতে পারেন? বার্কলের বক্তব্যের পরিণতি কি 'আমার মন এবং তার ধারণা' এমন চরম সিদ্ধান্তে নিয়ে যায় না? Esse est **percipi** aut percipere সূত্রের প্রথম অংশ প্রয়োগ করে বার্কলে জড়বাদ তথা দ্রষ্টার মন নিরপেক্ষ সকল কিছুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। বার্কলে নিজেকে এই অভিযোগ মুক্ত করার প্রয়াসে বলেছিলেন যে esse est percipi বা অস্তিত্ব প্রত্যক্ষণ নির্ভর এই সূত্র কেবল জড় বস্তু সম্পর্কে প্রযোজ্য। কিন্তু অন্যান্য মনের ক্ষেত্রে সূত্রের দ্বিতীয় অংশ প্রয়োগ করে বলতে হবে esse est percipere অর্থাৎ 'অস্তিত্ব হল প্রত্যক্ষ করা' (to be is perceive)। কিন্তু এই ব্যাখ্যা সমস্যার সমাধান করে না, তাই অপর মনের বিষয়ে কথা বললে সেগুলি আমার মন নির্ভর হয়ে পড়ে। ঈশ্বরের অস্তিত্বও আমার ধারণার বিষয় হয়।

Scanned with CamScanner